এহরাম ব্যতীত হরম শরীফের সীমার প্রবেশ করা

৯৪৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় যখন মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন তাঁহার মাথা লোহার টুপী দ্বারা আবৃত ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লিখিত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, মক্কা বিজয়ের সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এহরামহীন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মাথা আবৃত ছিল। এতদ্ভিন্ন ইহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তখন এহরাম অবস্থায় ছিলেন না।

আলোচ্য মছআলার বিষয়ে ইমাম বোখারীর মত, এই যে, হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে হরম শরীফের সীমার ভিতরে এমনকি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেও এহরাম বাঁধা আবশ্যক হইবে না, এহরাম শুধু ঐ ব্যক্তিদের জন্য যাহারা হজ্জ বা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিবে।

কিন্তু এই মছআলার মধ্যে বিভিন্ন ইমামগণের মতভেদ আছে। হানাফী মজহাব মতে মছআলাহ এই যে, মিকাতের সীমানার বাহিরের কোন লোক যে কোন উদ্দেশ্যে হরম শরীফের সীমার ভিতর প্রবেশ করার ইচ্ছায় যাত্রা করিলে তাহার জন্য মিকাত হইতে ওমরার এহরাম বাঁধিয়া আসা আবশ্যক। ঐরূপ ব্যক্তির জন্য এহরামহীন অবস্থায় মিকাত অতিক্রম করা জায়েয নহে। অবশ্য যাহারা মিকাতের সীমানার ভিতরে অবস্থানকারী তাহারা হরম শরীফে এবং মক্কা নগরীতে বিনা এহরামে প্রবেশ করিতে পারিবে।

উল্লিখিত হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহা সম্পর্কে হানাফী মজহাবের আলেমগণ বলেন যে, উহা হযরতের জন্য মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল ; যে রূপ হরম শরীফের সীমার ভিতরে এবং মক্কা নগরীতে যুদ্ধ পরিচালনা করার অনুমতি ঐ সময়ে তাঁহার জন্য একটি বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল। হযরতের পর অন্য কেহই ঐরূপ করিতে পারিবে না—এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (দঃ) মক্কা বিজয়ের বিশেষ ভাষণে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন। ৯৩৭ নং এবং আরও একাধিক হাদীছে উহা বর্ণিত আছে।

মছআলাহ না জানায় এহরাম অবস্থায় জামা পরিলে বা সুগন্ধি ব্যবহার করিলে ?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা (রঃ) বলিয়াছেন, ভুলে বা অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় জামা পরিধান করিলে বা সুগন্ধি ব্যবহার করিলে তাহাকে কাফ্ফারা বা দম দিতে হইবে না।

এখানে হানাফী মজহাব এবং আরও বহু আলেমের মত ভিন্নরূপ। তাঁহারা বলেন, বর্তমানে শরীয়তের বিধানসমূহ স্থিরিকৃত হইয়া স্পষ্টরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মোসলমানের জন্য উহা শিক্ষা করা ও জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যদি কেহ উহাতে ত্রুটি করে তবে সে দ্বিগুণ দোষী সাব্যস্ত হইবে। অতএব এহরাম অবস্থায় জামা পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি শরীয়তের বিধান বিরোধী কার্য্যের প্রতিফল ভোগ করা হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না, বরং তাহাকে শরীয়তের নির্দেশিত শাস্তি ভোগ স্বরূপ কাফ্‌ফারা বা দম আদায় করিতে হইবে। তদ্রূপ ভুলবশতঃ ঐরূপ করিলেও কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে; যেরূপ নামাযের মধ্যে ভুলে কথা বলিলে নামায নষ্ট হয়।

হজ্জের পথে মৃত্যু হইলে

মছআলাহ ঃ—হজ্জ করিতে যাত্রা করিয়াছে, অতঃপর হজ্জ পূর্ণ করার পূর্বেই মরিয়া গিয়াছে - সে ক্ষেত্রে যদি ৯ই জিলহজ্জ উকুফে-আরফা করার পর মৃত্যু হইয়া থাকে তবে তাহার হজ্জ সম্পূর্ণ গণ্য হইবে (৬৬৬ হাদীছ; উক্ত হাদীছের ঘটনায় হযরত (দঃ) মৃত ব্যক্তির হজ্জ পূর্ণ করার আদেশ দেন নাই)। যদিও হজ্জের দ্বিতীয় ফরজ—তওয়াফে-জেয়ারত সে না করিয়া থাকে; তাহার তওয়াফে-জেয়ারতের জন্য কিছুই করিতে হইবে না। অবশ্য যদি সে অছিয়ত করিয়া যাইয়া থাকে তাহার হজ্জ পূর্ণ করার, তবে তওয়াফে জেয়ারতের বদলায় একটি উট বা গরু কোরবাণী করা ওয়াজেব (শামী, ২—৩৩২)। আর যদি উকুফে-আরফার পূর্বে মৃত্যু হয়, এমনকি যদি মক্কায় পৌঁছিয়াও তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে তবে শরীয়তের হুকুমে তাহার হজ্জ হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং যদি সে তাহার হজ্জ করাইবার জন্য অছিয়ত করিয়া থাকে তবে তাহার ওয়ারেছদের কর্তব্য হইবে তাহার সমুদয় পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশ হইতে তাহার জন্য হজ্জে-বদল করান। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মতে সে পর্য্যন্ত সে পৌঁছিয়া ছিল তথা হইতে হজ্জে-বদল করাইলেই চলিবে, অতএব যদি সে মক্কায় পৌঁছিয়া মরিয়াছিল তবে অতি সামান্য খরচে মক্কা হইতে তাহার হজ্জে-বদল করাইলেই যথেষ্ট হইবে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, তাহার সমুদয় ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশ যদি তাহার নিজ বাড়ী হইতে হজ্জে-বদলের ব্যয়ে যথেষ্ট হয় তবে অবশ্যই তাহার বাড়ী হইতে হজ্জ করাইতে হইবে যদিও তাহার মৃত্যু মক্কায় পৌঁছিয়া হইয়া থাকে। অন্যথায় তাহার অছিয়তের হজ্জ আদায় হইবে না এবং ওয়ারেছগণ কর্তব্য মুক্ত হইবে না। অবশ্য যদি তাহার ধন-সম্পদের তৃতীয়াংশে বাড়ী হইতে হজ্জের ব্যয় সঙ্কুলান না হয় তবে উহা দ্বারা যথা হইতে সম্ভব তথা হইতেই হজ্জে-বদল করাইবে (ফতহুল-কাদীর, ২—৩১৯)। আলোচ্য মৃত ব্যক্তির হজ্জটি যদি তাহার এই মৃত্যুর বৎসরের পূর্বেই ফরজ হইয়াছিল অর্থাৎ এই বৎসরের পূর্বেই হজ্জ ফরজ হয় পরিমাণ ধনের মালিক সে হইয়াছিল, কিন্তু হজ্জ যাত্রায় সে বিলম্ব করিয়াছিল তবে হজ্জ-বদল

করাইবার অছিয়ত করা তাহার উপর ফরজ হইবে। আর যদি ঐ বৎসরই তাহার উপর হজ্জ ফরজ হইয়াছিল কিম্বা তাহার উপর হজ্জ আদৌ ফরজ হইয়াছিল না উক্ত হজ্জ তাহার নফল হজ্জ ছিল তবে অছিয়ত করার প্রয়োজন হইবে না। (শামী, ২—৩৩২)

মছআলাহ ঃ—এহরাম অবস্থায় মৃত্যু হইলে হানফী মজহাব মতে তাহার কাফন সাধারণ নিয়মেই করিতে হয়। কোন কোন ইমামের মজহাবে এহরাম অবস্থার ব্যক্তির ন্যায় তাহার মাথা অনাবৃত রাখিতে হয় এবং সুগন্ধিও দেওয়া যায় না; (২৪৯ পৃঃ)

মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা

৯৪৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা "জোহায়না" নামক গোত্রের একটি নারী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার মাতা হজ্জ করিবার মান্নত মানিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি হজ্জ আদায় করিতে পারেন নাই, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে; এখন আমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিতে পারি কি? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ—তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় কর। তোমার মাতার উপর কাহারও ঋণ থাকিলে তাহা তুমি কি আদায় করিতে না? তদ্রূপ আল্লার ঋণও আদায় করিয়া দাও। আল্লার ঋণকে অগ্রাধিকার দান করা কর্তব্য।

ভ্রমণে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করা

৯৪৬। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায়-হজ্জ কালে "খাছআম" গোত্রীয় একটি মহিলা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া আরজ করিল, আমার পিতার উপর এমন অবস্থায় হজ্জ ফরজ হইয়াছে যখন তিনি অতিশয় বৃদ্ধ, যানবাহনের উপর স্থির হইয়া বসিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এমতাবস্থায় আমি তাঁহার পক্ষ হইতে হজ্জ করিলে তাঁহার হজ্জ আদায় হইবে কি? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—হাঁ (তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় কর)

মছআলাহ ঃ—ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা আরও একটি পরিচ্ছেদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুরুষের পক্ষে নারী বদলা হজ্জ করিতে পারে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের হজ্জ

৯৪৭। হাদীছ ঃ—ছায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায়-হজ্জ কালে আমার মাতা-পিতা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আমাকে হজ্জ করাইয়াছেন; আমার বয়স তখন সাত বৎসর মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আলোচ্য বিষয়ে আরও স্পষ্টতর হাদীছও বিদ্যমান রহিয়াছে। মোসলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—একদা এক মহিলা তাহার স্বীয় শিশু ছেলেকে উত্তোলন করতঃ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই ছেলের হজ্জ কি শুদ্ধ

হইবে ? রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—শুদ্ধ হইবে এবং (তুমি যে তাহাকে সাহায্য করিবে সে জন্য) তুমিও ছওয়াবের ভাগী হইবে।

মছআলাহ্ঃ—নাবালেগ ছেলে-মেয়ের হজ্জ শুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু বালেগ হওয়ার পর তাহাদের উপর হজ্জ ফরজ হইলে সেই হজ্জ পুনঃ আদায় করিতে হইবে। নাবালেগ অবস্থায় কৃত হজ্জের দ্বারা ফরজ আদয় গণ্য হইবে না।

নারীদের হজ্জ করা

ইব্রাহীম (রঃ) নামক মোহাদ্দেছ স্বীয় পিতার মাধ্যমে পিতামহ বিশিষ্ট তাবেয়ী ইব্রাহীম (রঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (স্বীয় খেলাফতকালে নবী-পত্নীগণকে (নফল) হজ্জে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু যেই হজ্জ তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ ছিল সেই হজ্জের সময় তিনি নবী-পত্নীগণকে হজ্জে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুব্যবস্থার জন্য ওসমান (রাঃ) ও আবদুর রহমান (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবীদ্বয়কে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—নবী-পত্নীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সকলেই হজ্জ আদায় করিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহাদের হজ্জ করা নফল ছিল।

হজ্জের ছফর অতি কষ্ট-ক্লেশের ছফর। তদুপরি বড় শঙ্কট এই যে, ইহার আরকান-আহকাম আদায় করার সময় প্রতি পদক্ষেপে ভীষণ ভিড় হইয়া থাকে, যাহা এড়াইবার উপায় নাই। নারী জাতির জন্য যে সব বিধি-নিষেধ শরীয়ত কর্তৃক ফরজ, ওয়াজেব ও হারামরূপে বলবৎ রহিয়াছে, হজ্জের আরকান-আহকাম আদায় করাকালে সে সব বিধি-নিষেধ রক্ষা করিয়া চলা সহজ সাধ্যত মোটেই নহে, সম্ভবপর হওয়াও অতিশয় দুরূহ। এতদ্দৃষ্টে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় খেলাফত কালে নবী-পত্নীগণকে পুনঃ হজ্জে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিশেষ ব্যবস্থাধীনে অনুমতি দান করেন এবং ওসমান (রাঃ) ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ছাহাবীদ্বয়ের ন্যায় ব্যক্তিত্বশালী দুইজনের তত্ত্বাবধানে নবী-পত্নীগণের হজ্জে গমণের ব্যবস্থা অনুমোদন করেন।

কিন্তু লক্ষ্য রাখিবেন, এসব কোন্ যমানার কাহিনী ? তেরশত বৎসর পূর্বের কাহিনী এবং মক্কা হইতে মদীনা মাত্র প্রায় তিনশত মাইল ব্যবধানের কাহিনী।

বর্তমানে নারী জাতির যে অবস্থা দাড়াইয়াছে বিশেষতঃ মিশর, সিরিয়া, জাওয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বোম্বাই, গুজরাট, ইউপি, সি-পি, পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানের নারীগণ পবিত্র মক্কা মদীনাতে আসিয়াও যেরূপ বে-পর্দা বেহায়া ও বে-পরওয়াভাবে চলাফেরা করে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

নারীদের জন্য পর্দা সর্বস্থানেই ফরজ এবং বে-পর্দাভাবে চলা হারাম। আরও স্মরণ রাখিবেন—পবিত্র মক্কা মদীনায় নেক কার্য্যের ছওয়াব যেরূপ অধিক পাওয়া যায়—এক

রাকাত নামাযে লক্ষ্য রাকাতের ছওয়াব হয়; গোনাহের বেলায়ও ঠিক সেই হিসাব লাগাইতে হইবে। পবিত্র মক্কায় কোন শরীয়ত বিরোধী হারাম কার্য্য করিলে তাহার গোনাহ এবং শাস্তি ভীষণ ও অত্যধিক হইবে। কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন—

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হরম শরীফের মধ্যে আল্লাহদ্রোহিতা ও শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ করিবে আমি তাহাকে ভীষণ আজাব ভোগে বাধ্য করিব। (১৭ পাঃ ১০ রুঃ)

কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরজ হইলে তাহাকে সেই ফরজ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, পর্দা ইত্যাদির ব্যাপারে শরীয়তের বিধান অনুসরণ ফরজ। উহার ব্যতিক্রম করিলে তাহা হারাম হইবে এবং পবিত্র মক্কায় হারাম কার্য্য করিলে উহার গোনাহ ও শাস্তি অধিক হইবে। তাই এক ফরজ আদায় করিতে অন্য ফরজের ব্যবস্থাও পূর্ণরূপে বজায় রাখিবে।

অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য কঠিন পথে যাত্রা করিলে তাহাতে কাহারও দ্বিধা বোধ হয় না। কিন্তু আবশ্যকাতিরিক্ত কার্যের জন্য কঠিন ও আশঙ্কাযুক্ত পথে যাত্রা করিতে দেখিলে দ্বিধা বোধ হওয়া স্বাভাবিক। অতএব মহিলাদের নফল হজ্জে বাধা দেওয়া অহেতুক নহে। তবে হাঁ—যদি স্বামী বা কোন মাহরাম ব্যক্তি যথোপযুক্ত সুব্যবস্থা অবলম্বনের শক্তি সামর্থ ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হয় এবং সে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে বলিয়া নিশ্চিত হওয়া যায় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

শেখ সা'দী (রঃ) কত সুন্দর কথাই না বলিয়াছেন—"রাজ দরবারের দান সামগ্রী প্রচুর বটে, কিন্তু গলা কাটা যাওয়ার আশঙ্কাও সমধিক।"

আমাদের দেশীয় মা-বোনদেরে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা যেন মক্কা মদীনায় যাইয়া নানা দেশীয় নারীদের শরীয়ত বিরোধী বে-পরোওয়া চাল-চলনের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া না যান। স্মরণ রাখিবেন—শরীয়তের বিধি-বিধান অতি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়। উহা স্রোতে বহিয়া যাওয়ার মত বস্তু নহে।

৯৪৮। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঘোষণা করিলেন, কোন নারী স্বীয় মাহরাম ব্যক্তি (বা স্বামী) কে সঙ্গে না লইয়া কোন ছফরে বা ভ্রমণ যাত্রায় বাহির হইবে না এবং কোন নারীর সন্নিকটে কোন পর-পুরুষ (যে কোন প্রয়োজনে) আসিতে পারিবে না, যদি তাহার সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির কোন মাহরাম (বা স্বামী) না থাকে।

এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! অমুক জেহাদের জন্য সংগৃহীত সৈন্যদলের মধ্যে (আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং উহাতে যোগদানের জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াছি এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী হজ্জ গমনে ইচ্ছা করিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি স্বীয় স্ত্রীর সহিত হজ্জে গমন কর।

ব্যাখ্যা ঃ—স্বীয় স্ত্রীকে সৎকার্য্যে সৎপথে সহায়তা করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। আলোচ্য ঘটনার অবস্থা দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির প্রতি স্ত্রীকে হজ্জব্রত পালনের সাহায্যার্থে উপস্থিত জেহাদের সুযোগ গ্রহণ করা মুলতবী রাখার অনুমতি দিলেন। কারণ, নারীদের সম্মুখে বহু বাধা বিপত্তি রহিয়াছে; তাহাদের জন্য যে কোন সময় ইচ্ছাধীনরূপে হজ্জে গমন করা সম্ভব হয় না। পুরুষদের জন্য জেহাদ সাধারণতঃ সেরূপ নহে। এই জন্য স্ত্রীর উপস্থিত সুযোগকে স্বামীর উপস্থিত সুযোগের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লিখিত হাদীছে নিষিদ্ধ ভ্রমণের দূরত্ব নির্দ্ধারণে তিনটি হাদীছ বর্ণিত আছে। এক হাদীছে একদিন ভ্রমণের উল্লেখ হইয়াছে। আর এক হাদীছে দুই দিনের ভ্রমণ উল্লেখ আছে, কোন কোন হাদীছে তিন দিন ভ্রমণ উল্লেখ হইয়াছে। মূল উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্য এই যে, নারীদের জন্য মাহরাম বা স্বামীর সঙ্গ ব্যতীত দূর পথের ভ্রমণে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। একদিন ভ্রমণের দূরত্ব হইলেও নিষিদ্ধ এবং দুই দিন ভ্রমণের দূরত্ব হইলে ততোধিক জঘণ্য নিষিদ্ধ, তিনদিন দূরত্ব হইলে একেবারে হারাম।*

আলোচ্য মছআলায় ভ্রমণের ব্যাখ্যা ঐরূপই যেরূপ শরীয়তের অন্যান্য বিধানসমূহে যথা—ছফরে নামায কছর করা ইত্যাদিতে গণ্য। সেমতে তিন দিন তিন রাত্র ভ্রমণের দূরত্ব মাত্র ৪৮ মাইল গণ্য করা হয়।

মছআলাহ ঃ—ঋতুবতী নারী হজ্জের সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবে; একমাত্র তওয়াফ ঋতু অবস্থায় করিতে পারিবে না। (২২৩ পৃঃ)

---

* প্রখ্যাত আলেম ও মোহাদ্দেছ মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশমীরী (রঃ) বলিয়াছেন, হানাফী মজহাবের সমস্ত কেতাবেই লিখিত আছে, মহিলাদের জন্য (স্বামী বা) মাহরাম ছাড়া ছফর করা নাজায়েয নিষিদ্ধ। কিন্তু আমার মতে মাহরাম ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ তত্ত্বাবধায়কের সহিতও ছফর করিতে পারে—যে ক্ষেত্রে (honesty) সততা ও সাধুতার বিন্দুমাত্র অভাবের আশঙ্কা না থাকে এবং ফেৎনা তথা চারিত্রিক নোংরামির কোন খেয়াল দৃষ্টিরও আদৌ সম্ভাবনা না থাকে। আমার এই মতের সমর্থন অনেক হাদীছেই পাওয়া যায়। গায়েব-মাহরামের সঙ্গে মহিলার ছফরে সাধারণতঃ ঐরূপ কোন নোংরামি বা উহার খেয়াল সৃষ্টির সম্ভাবনা ও অবকাশ থাকে বলিয়াই সচরাচর উহাকে নাজায়েয বা নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে (ফয়জুলবারী, ২—৩১৭)। অবশ্য ধরা-ছোয়ার প্রয়োজন হইবে—এইরূপ ছফরে স্বামী বা মাহরাম সঙ্গে থাকিতেই হইবে।

হাঁটিয়া কা'বা শরীফে যাওয়ার মান্নত করা

৯৪৯। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক বৃদ্ধকে দেখিলেন, সে (স্বীয় অক্ষমতার দরুণ) তাহার দুই পুত্রের কাঁধে ভর করিয়া চলিতেছে। নবী (দঃ) তাহার এই যাতনা ভোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুত্রদ্বয় উত্তর করিল, সে কা'বা শরীফে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার মান্নত মানিয়াছে। এতচ্ছ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, এই বৃদ্ধ স্বীয় আত্মাকে এরূপ যাতনা ভোগে বাধ্য করুক আল্লাহ তায়ালা ইহার প্রত্যাশী নহেন। এই বলিয়া বৃদ্ধকে যানবাহনে আরোহণের আদেশ করিলেন।

৯৫০। হাদীছ ঃ—ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার ভগ্নী বাইতুল্লাহ শরীফে পায়ে হাঁটিয়া পৌঁছিবার মান্নত করিলেন। (কিন্তু তিনি মোটা শরীর-বিশিষ্টা ছিলেন। এতদূর হাঁটিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, তাই) তিনি আমাকে এই বিষয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করার আদেশ করিলেন। আমি হযরতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সে পায়ে হাঁটিয়া চলিবে এবং (যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবে তখন) যানবাহনে আরোহণ করিবে।-+-

মছআলাহ ঃ—পায়ে হাঁটিয়া মক্কা শরীফে যাওয়ার মান্নত করিলে সহজ সাধ্য হইলে পায়ে হাঁটিয়াই ওমরা বা হজ্জ করা চাই। অবশ্য তাহা না করিলে কিম্বা পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া অসাধ্য হইলে যানবাহনের সাহায্য লইতে পারিবে, কিন্তু এমতাবস্থায় তাহাকে দম আদায় করিতে হইবে।

-+- আলহামদু লিল্লাহ। ১৩৭৭ হিঃ ১৯৫৮ ইং হজ্জের সফরে ২১শে জিলহজ্জ ৮ই জুলাই পবিত্র মক্কা নগরীতে মেছফালাহ নামক মহল্লায় হজ্জের পরিচ্ছেদ লেখা শেষ করা হইল।

পবিত্র মদীনার ফজীলত*

মদীনার চতুঃসীমাস্থ এলাকা হরম শরীফ

৯৫১। হাদীছঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِّنْ كَذَا اِلٰى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلَا يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার এই সীমা (—"আয়ের" নামক পাহাড়) হইতে ঐ সীমা (—ওহুদ পাহাড়ের সংলগ্ন "ছওর' নামক ছোট পাহাড়) পর্য্যন্ত "হরম" পরিগণিত। উহার বৃক্ষাদি কাটা যাইবে না, (ঘাস-পাতা, তরু-লতা, উদ্ভিদ সমূহের ক্ষতি সাধন করা যাইবে না উহার কোন বন্যজীবকে শিকার করা যাইবে না) এবং মদীনার মধ্যে কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার, অশান্তি, ব্যভিচার শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ ও অন্দোলন সৃষ্টি করা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ও হারাম। যে ব্যক্তি পবিত্র মদীনার এলাকায় এরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিবে (বা এরূপ কার্য্য) সৃষ্টিকারীকে স্থান দিবে (অর্থাৎ তাহার কোন প্রকার সহযোগিতা বা সমর্থন করিবে) তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার ও সমুদয় ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ।

অর্থাৎ—এরূপ কার্য্য যে করিবে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অভিশাপের ঘোষণা জারী করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি সেই ঘোষণা অনুসারে আল্লার অভিশাপে পতিত হইবে এবং এরূপ কার্য্যকারীর প্রতি ফেরেশতাগণ সর্বদা অভিশাপ ও বদ-দোয়া করিয়া থাকেন; ফেরেশতাগণের সেই অভিশাপ তাহার উপর পতিত হইবে। আর ঐ ব্যক্তি এমনই জঘণ্য যে, তাহার প্রতি অভিশাপ করা সমগ্র বিশ্ববাসীর আশু কর্তব্য।

৯৫২। হাদীছঃ— عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى لِسَانِيْ قَالَ وَاَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي الْحَارِثَةِ فَقَالَ اُرَاكُمْ يَا بَنِيْ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِّنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ اَنْتُمْ فِيْهِ.

---

* এই অধ্যায়টি ১৯৫৮ ইং সনের হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় লেখা হইয়াছে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার সীমানাস্থ এলাকাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) "হরম" বলিয়া আমার মারফৎ ঘোষণা করা হইয়াছে।

বনু-হারেছা নামক গোত্র (যাহাদের বসতি ওহদ পাহাড়ের নিকটস্থ ছিল) তাহাদের নিকট একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আসিলেন এবং বলিলেন, আমার ধারণা হইতেছে, তোমরা (মদীনার) হরমের এলাকা হইতে বাহিরে বসতি অবলম্বন করিয়াছ। অতঃপর বলিলেন, না—তোমরা হরমের সীমার ভিতরেই আছ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বিভিন্ন হাদীছে মদীনা শরীফের নির্দ্ধারিত সীমাকে "হরম" বলা হইয়াছে। অনেক ইমামের মতে ওয়াজেব রূপেই উহা হরম শরীফ; যেরূপ মক্কাস্থিত সীমা হরম শরীফ; উভয়ের মছআলাহ সমানই। হানাফী মজহাব মতে মদীনার সীমা "হরম" হওয়ার অর্থ বিশেষ বিশেষ সম্মান ও মান-মর্য্যাদার স্থান। মদীনার বৃক্ষাদি কাটা জায়েয আছে যেরূপ ৮৫৪নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। অবশ্য সাধারণতঃ উহা না কাটাই উত্তম। ৯৫১নং হাদীছের তাৎপর্য্য ইহাই।

৯৫৩। হাদীছ ঃ— عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال

مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.....

অর্থ—আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—তিনি বলিয়াছেন, (হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিশেষরূপে শুধু আমাকে কোন বিষয় জ্ঞাত করাইছেন—এমন) কোন বিষয়—বস্তু আমার নিকট নাই। হাঁ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাহা আমার নিকট আছে তাহা আল্লার কিতাব কোরআন শরীফ এবং একখানা লিপি যাহার মধ্যে শরীয়তের এই কয়েকটি আদেশ ও বিধান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (১) পবিত্র মদীনা "আয়ের" নামক পাহাড় হইতে অমুক সীমানা পর্য্যন্ত "হরম" পরিগণিত। মদীনার মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি বা শরীয়ত বিরোধী কার্য্যকলাপ সৃষ্টি করিবে কিম্বা ঐ কার্য্য অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে কোন প্রকারে সমর্থন করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ ও সমস্ত ফেরেশতাগণের অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং সে সমগ্র বিশ্ববাসীর অভিশাপযোগ্য হইবে। তেমন ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদৎ

(আল্লার দরবারে) কবুল ও গ্রহণীয় হইবে না। (২) ইসলামী রাষ্ট্রের বিধান মতে কোন অমোসলমানকে নিরাপত্তা দানের ক্ষমতা ও অধিকার সকল মোসলমানেরই সমান। যে কোন একজন মোসলমান কোন অমোসলেমকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দান করিলে সমস্ত মোসলমানের পক্ষে উহা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইবে। যে কোন মোসলমান অন্য এক মোসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিকে ভঙ্গ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ এবং ফেরেশতাগণ ও সমগ্র বিশ্ববাসীর লা'নত ও অভিশাপ। ঐ ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদত আল্লার দরবারে কবুল হইবে না।

(৩) যে কৃতদাস স্বীয় মনিবের পরিচয় গোপন করিয়া অন্য মনিবের প্রতি নিজের সম্বন্ধ প্রকাশ করিবে এবং যে ব্যক্তি স্বীয় পিতার পরিচয় গোপন রাখিয়া অন্য কাহারও প্রতি স্বীয় সম্বন্ধ প্রকাশ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নত ও অভিশাপ। ঐ ব্যক্তির কোন ফরজ বা নফল এবাদত কবুল হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—বর্তমান যুগের পীর-মুরশিদ নামধারী ভণ্ড ও ধোকাবাজদের একদল লোক বলিয়া থাকে যে, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট দীন ইসলামের এমন অনেক বিষয়বস্তু ছিল যাহা ছিনা-বছিনা আমরা পাইয়াছি; ঐ সব বিষয়বস্তু কোরআন-হাদীছে ব্যক্ত হয় নাই। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ সব বিষয় বিশেষরূপে আলী (রাঃ)কে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন, অন্য কাহাকেও তাহা জ্ঞাত করান নাই। বস্তুতঃ এই সকল বে-ঈমানী ধোকাবাজীর কথা পূর্ব হইতে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা কল্পিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এমনকি, আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্তমানেও এরূপ কুকথার বিষ লোকদের মধ্যে ছড়াইতেছিল। এইরূপ বিষময় কুকথার বিরুদ্ধে, উহার মূলোচ্ছেদ কল্পে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বারংবার আলোচ্য হাদীছের অস্বীকৃতি-যুক্ত কঠোর বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এমনকি, এই অস্বীকৃতির উপর তিনি কঠোর ভাষায় শপথ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। বোখারী শরীফ ২১ পৃষ্ঠায় এই হাদীছটি বর্ণিত আছে, সে স্থানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন লিপি আছে কি? ২২৮ পৃষ্ঠায় আছে, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, অহী দ্বারা প্রেরিত বিষয়াবলীর কোন বিশেষ বস্তু আপনার নিকট খাছভাবে বিদ্যমান আছে কি? ১০২০ পৃষ্ঠায় আছে, এরূপ প্রশ্ন করিল যে, কোরআন শরীফে নাই বা অন্য কোন মানুষের নিকট নাই এমন কোন বিষয়বস্তু আপনার নিকট আছে কি? মোসলেম শরীফের হাদীছে আরও স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে—একদা এক ব্যক্তি আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আপনার নিকট কি কি বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তু চুপি চুপি বলিয়া গিয়াছেন? আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণে

ভীষণ উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কখনও অন্য লোকদের হইতে গোপন রাখিয়া আমার নিকট চুপি চুপি কিছুই ব্যক্ত করেন নাই; হাঁ—কয়েকটি বিষয় তিনি আমাকে লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা এই লিপির মধ্যে লিখিত আছে। এই বলিয়া তিনি স্বীয় তরবারীর খাপ হইতে একখানা লিপি বাহির করিলেন। লিপিখানার মধ্যে (মূল আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বিষয় কয়টির সহিত ইহাও) লিখিত ছিল যে—(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামের উপর কোন জীবজন্তু জবেহ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (২) যে ব্যক্তি পথ ও রাস্তার চিহ্ন বা জায়গা-জমীনের সীমানার চিহ্ন ইত্যাদি চুরি করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (৩) যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ করিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ। (৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বিধান ও তরীকা ছাড়া অন্য তরীকা সৃষ্টি করিবে বা ঐরূপ তরীকার আন্দোলনকারীর প্রতি কোন প্রকার সমর্থন রাখিবে তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ।

এতদ্ভিন্ন ঐ লিপির মধ্যে আরও লিখিত ছিল যে, মোসলমান ছোট-বড় ধনী দরিদ্র সকলেরই জানের মূল্য সমান। অর্থাৎ কোন ধনী ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে না-হক খুন করিলে বা কোন ভদ্র ব্যক্তি কোন ইতর ব্যক্তিকে না-হক খুন করিলে ঐ ধনী ভদ্র ব্যক্তিকে খুনের বদলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে। মদীনার হরম শরীফের সীমার বিষয় লিখিত ছিল যে—ঐ সীমার মধ্যে কোন ঘাস-পাতা, তরু-লতার ক্ষতি সাধন করা যাইবে না, উটের আহার্য্য যোগান ব্যতীত কোন গাছ কাটা যাইবে না, কোন মোসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাদ করার জন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র হাতে লওয়া যাইবে না এবং উহাতে ছিল—বিভিন্ন অঙ্গে ও বিভিন্ন পরিমানে জখম করার শাস্তি ও দণ্ডের বিবরণ এবং কোন কোন প্রকারের খুনের বদলে বিভিন্ন বয়সের যে বহু সংখ্যক উট প্রদান করিতে হয় উহার বিবরণ। এবং উহাতে ছিল—ক্রীতদাস মুক্তি দানের ফজিলত এবং উহাতে এই বিধান লিখিত ছিল যে, (ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা নয় এমন) অমোসলেমদের হত্যা করার দায়ে কোন মোসলমানকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না এবং কোন অমোসলমানকে নিরাপত্তা দান করা হইলে সেই অবস্থায় তাহাকে হত্যা করা যাইবে না।

৯৫৪। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

كَانَ يَقُوْلُ لَوْرَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَاذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ -

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়া থাকিতেন—মদীনার এলাকায় হরিণ-পাল অবাধে ঘুরা-ফেরা করিতেছে দেখিলে আমি উহাদেরকে কোন ভয়ও দেখাইব না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার উভয় পার্শ্বস্থ সীমার মধ্যবর্তী এলাকা হরম শরীফ।

মদীনার বৈশিষ্ট্য

৯৫৫। হাদীছ :— ابو هريرة رضى الله تعالى عنه يقول

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاْكُلُ الْقُرٰى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ وَهِىَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এমন একটি বস্তিকে স্বীয় বাসস্থানরূপে অবলম্বন করার আদিষ্ট হইয়াছি যে বস্তি অন্যান্য বস্তি সমূহের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে। অনেকে উহাকে "ইয়াছরেব" নামে অভিহিত করে, কিন্তু উহার সুযোগ্য নাম মদীনা। সেই বস্তি অসৎ লোকদিগকে নিজ সীমার ভিতর হইতে বাছিয়া বাহির করিবে যেরূপ কর্মকারের অগ্নি-চুলা লোহা হইতে উহার জং ও মরিচাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা :—বিশ্বের উপর মদীনা শরীফের প্রাধান্য বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ছাহাবীদের যুগে স্পষ্টতঃই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ সে যুগে মোসলেম জাতি বিশ্বের বুকে সর্বাধিক শক্তিশালী জাতিরূপে খ্যাতি লাভ করিতেছিল এবং তৎকালীন সেরা রাষ্ট্রসমূহ মোসলমানদের ভয়ে কম্পমান ত ছিলই, তদুপরি শেষ পর্য্যন্ত উহার প্রত্যেকটিই মোসলমানদের হস্তে উচ্ছেদ হয়। সেকালে মোসলেম জাতির সম্মুখে মাথা উচু করার কোন শক্তি ও জাতি অবশিষ্ট ছিল না। সেই বিশ্ব বিজয়ী মোসলেম জাতির প্রধানতম কেন্দ্র ছিল পবিত্র মদীনা-তাইয়্যেবা।

এতদ্ভিন্ন মর্তবা বা ফজিলতের দিক দিয়া সমগ্র বিশ্বের উপর পবিত্র মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব অতি সুস্পষ্ট ও তর্কাতীত। এমনকি সমগ্র নগরী হিসাবে কোন কোন আলেম মক্কা নগরীর ফজিলতের তুলনায়ও মদীনা নগরীর ফজীলতকে আধিক্য প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য মক্কা নগরীর মধ্যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ হরম শরীফের মসজিদ এবং অতি মহান বাইতুল্লাহ শরীফ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু মদীনা নগরীতেও যে ভূখণ্ডে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সশরীরে অবস্থানরত রহিয়াছেন, বিশেষরূপে সেই ভূখণ্ডকে আল্লাহ তায়ালা কাবা হইতে, বরং আরশ হইতেও অধিক মর্তবা ও ফজীলত দান করিয়াছেন—ইহা আলেমগণের ঐক্যমত পূর্ণ সিদ্ধান্ত। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় প্রভু আল্লাহ তায়ালার নিকট কিরূপ প্রিয় ও মাহবুব ছিলেন,

উল্লিখিত বিষয়টি তাহারই একটি জ্বলন্ত নিদর্শন এবং আলেমগণ সেই হিসাবেই উল্লিখিত বিষয়টির উপর নিজেদের ঐক্যমত স্থাপন করিয়াছেন।

এই হাদীছের মধ্যে মদীনা শরীফের একটি বিশেষত্ব এই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে, অসৎ লোকদিগকে নিজ সীমা হইতে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া দিবে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রিয়া পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে--যখন দজ্জালের আবির্ভাব হইবে। সেই সময় দাজ্জাল শহরসমূহ প্রদক্ষিণ করিয়া তৎকালীন অধিকাংশ লোকদিগকে নিজ দলে শামিল করিয়া লইবে, কিন্তু সে পবিত্র মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। অবশ্য সে মদীনার নিকটবর্তী এক বস্তিতে আসিবে এবং মদীনার মোনাফেক-কাফের ব্যক্তিরা মদীনা হইতে বাহির হইয়া দজ্জালের দলভুক্ত হইবে; (এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ৯৬২নং হাদীছে বর্ণিত হইবে।) তখনই পবিত্র মদীনার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যটি পূর্ণরূপে বিকশিত হইবে। অবশ্য পবিত্র মদীনার এই বিশেষত্বটি ঐ বিশেষ সময়ের পূর্বেও সময় সময় স্থান বিশেষে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায়ও এইরূপ ঘটনা ক্ষেত্রবিশেষে ঘটিয়াছে। ৯৬৪নং হাদীছে এক বেদুইনের ঘটনা বর্ণিত হইবে—সে স্বীয় বস্তি ছাড়িয়া মদীনায় আসিয়া হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু পর দিনই সে জ্বরাক্রান্ত হইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হয় এবং সে তাহার ইসলাম ফেরৎ লইবার জন্য হযরতের নিকট বার বার দাবী জানাইতে থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার দাবী প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করতঃ মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাহার এই ঘটনার উপর নবী (দঃ) পবিত্র মদীনার আলোচ্য বিশেষত্বেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে পবিত্র মদীনার স্নেহময় কোলে এবং উহার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দান করুন। এমনকি, শেষ শয়নের স্থানটুকুও পবিত্র মদীনায়ই দান করুন এবং পবিত্র মদীনা হইতে বিতাড়িত হওয়ার বদ-বখ্‌তি হইতে বাঁচাইয়া রাখুন—আমীন!

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَبِّىْ جِوَارَ مَدِيْنَةٍ ــ فَيَا لَيْتَ لِىْ فِيْهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِىْ

মদীনায় স্থান লাভ হউক—ইহাই প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে আমার আকাঙ্খা। আমার সু-নছীব—যদি মদীনায় এক হাত জায়গাও কবরের জন্য আমার ভাগ্যে জুটে।"

رَجَائِىْ بِرَبِّىْ اَنْ اَمُوْتَ بِطَيْبَةٍ ــ فَاَرْقُدَ فِىْ ظِلِّ الْحَبِيْبِ وَاُحْشَرُ

প্রভুর নিকট আমার আকাঙ্খা—আমার মৃত্যু যেন মদীনা তাইয়্যেবায় হয়; তবেই আমি প্রাণ প্রিয়ের ছায়ায় চির নিদ্রিত থাকিতে এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশর ময়দানে যাইতে পারিব।

মদীনার অপর নাম 'তাবাহ'

৯৫৬। হাদীছঃ— عن ابى حميد رضى الله تعالى عنه قال

اقبلنا مع النبى صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينة فقال هذه طابة ـ

অর্থঃ—আবু হোমাইদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তবুকের জেহাদ হইতে ফিরার পথে চলিতেছিলাম। মদীনার নিকটবর্তী পৌঁছিয়া যখন মদীনা দেখা যাইতেছিল তখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, ইহা 'তাবাহ' বা 'তায়বাহ'।

ব্যাখ্যাঃ— মদীনার অপর নাম 'তাবাহ' এবং 'তায়বাহ'। উভয় আরবী শব্দেরই আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনার প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও প্রীতি প্রকাশার্থে উহাকে এইসব নাম দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। কোন কোন হাদীছে বর্ণিত আছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র মদীনাকে এই সব নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পবিত্র মদীনার বসবাস ত্যাগ করা দুঃখজনক

৯৫৭। হাদীছঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(এক সময়) লোকেরা মদীনাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে মদীনায় ভাল অবস্থা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও। এমনকি অবশেষে উহার বাসিন্দা শুধুমাত্র বন্য পশু-পক্ষী যাহারা ঘুরিয়া-ফিরিয়া নিজ নিজ আহার্য্য যোগায় উহারাই থাকিবে। (অর্থাৎ পোষিত পশু-পক্ষীও তথায় থাকিবে না, কারণ পোষণকারী মানুষের অস্তিত্ব তথায় থাকিবে না।) মদীনার প্রতি সর্বশেষ আগন্তুক মোযায়না গোত্রের দুই রাখাল তাহাদের ছাগলপাল হাঁকাইতে হাঁকাইতে মদীনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে থাকিবে; বাহিরে থাকিতেই অনুভব করিবে যে, মদীনা জনশূন্য—তথায় বন্য পশু-পক্ষী ভিন্ন আর কিছু নাই। মদীনায় প্রবেশ পথের দারস্থ 'ছানিয়াতুল-বেদা' নামক স্থানে তাহাদের পৌঁছা মাত্রই (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়ের শিঙ্গা-ফুঁক আরম্ভ হইয়া যাইবে;) তাহারা তথায় অধঃমুখী পতিত হইয়া মরিয়া থাকিবে।

ব্যাখ্যাঃ—সারা ভূপৃষ্ঠে একটি মানুষ 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারী অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত কেয়ামত তথা জগতের উপর মহাপ্রলয় আসিবে না; যখন 'আল্লাহ' শব্দ উচ্চারণকারী একটি মানুষও সারা জগতে বিদ্যমান থাকিবে না তখনই জগতের ধ্বংস বা মহাপ্রলয়

আসিবে (হাদীছ—মোসলেম শরীফ)। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, কেয়ামতের পূর্বক্ষণে সমগ্র জগতে শুধুমাত্র কাফেরদেরই অবস্থান হইবে; কোথাও একটি প্রাণী মোসলমানের অস্তিত্ব থাকিবে না। এমনকি আল্লার ঘরের শহর মক্কায়ও তখন কাফেরই থাকিবে। তাহারা কাবা শরীফের এক একটি পাথর বিচ্ছিন্ন করিয়া কাবা শরীফকে ধ্বংস করিয়া দিবে (হাদীছ—বোখারী শরীফ)। ঐ সময়কালে মদীনায় কি অবস্থা বিরাজ করিবে? যদি তথায় মানুষ থাকে তবে তাহারাও কাফের হইবে এবং সেই অবস্থায় তথায় বর্তমান হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ তথা তাঁহার আরাম-কক্ষের সহিত ঐ ব্যবহারের আশঙ্কা অতি সুস্পষ্ট যে ব্যবহার কাফেররা কাবা শরীফের সহিত করিবে বলিয়া হাদীছে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। কাফেররা হযরতের অবমাননার চেষ্টা চিরকালই করিয়া আসিয়াছে। মদীনার ইতিহাসে বিদ্যমান ঘটনা—মক্কা-মদীনা যখন সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী রহমতুল্লাহে আলাইহের শাসন ও হেফাজতে, তখন ইহুদীরা হযরত (দঃ)কে মদীনা হইতে অপহরণের এক জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তৎকালীন ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট মদীনা শহরের এক নিভৃত কোণে হযরতের রওজা শরীফের অদূরে দরবেশ ছদ্মবেশী দুই ইহুদী নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের ভান ধরিয়া নির্জন বাসস্থান তৈরী করে। তথা হইতে ধীরে ধীরে অতি গোপনে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ করিয়া হযরতের রওজা শরীফের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। উদ্দেশ্য সাধনের অনতিদূরে পৌঁছিলে সুলতান নূরুদ্দীন (রঃ) স্বপ্নে দেখিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দুইটি লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, এই লোক দুইটি আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। স্বপ্ন হইতে নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সুলতান স্বীয় ওজীরকে ডাকাইয়া এই গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন ব্যক্ত করিলে ওজীর বলিলেন, নিশ্চয় মদীনায় কোন অঘটন ঘটিতেছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ ওজীরকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করতঃ মদীনায় পৌঁছিলেন। কিন্তু সমস্যা হইল এই যে, স্বপ্নে দেখান ব্যক্তিদ্বয়ের দৃশ্য ত সুলতানের স্মরণ রহিয়াছে; তাহাদের আর কোন পরিচয় জানা নাই; এমতাবস্থায় তাহাদেরকে শহর হইতে কিরূপে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। বাদশাহ ওজীরের পরামর্শে বিরাট এক ঘেরাও-এর মধ্যে মদীনায় অবস্থানকারী সকলকে এক সঙ্গে দাওয়াতে সমবেত হওয়ার বাধ্যতামূলক নির্দেশ দিলেন। ঘেরাও-এর ভিতর গমনাগমনের একটি মাত্র পথ রাখা হইল; তথায় বাদশাহ বসিয়া থাকিলেন। প্রত্যেকটি লোককে দেখা হইল; কিন্তু স্বপ্নে দেখা আকৃতি পাওয়া গেল না। বহু জিজ্ঞাসাবাদের পর বাদশাহকে বলা হইল, মদীনায় দুইজন দরবেশ নির্জনে অবস্থান করেন; তাঁহারা জন-সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাই তাঁহারা এই দাওয়াতে যোগদান করেন নাই। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তাহাদেরকে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। যখন তাহাদেরকে নিয়া আসা হইতেছিল তখন দূর হইতে তাহাদেরকে দেখামাত্র বাদশাহ চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, এই সেই আকৃতি যাহা আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছিল। তাহারা সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইল। বাদশাহ ব্যক্তিদ্বয়কে মৃত্যুদণ্ড

দিলেন এবং রওজা শরীফের চতুর্দিক সাধ্য পরিমাণ গভীর গর্ত করিয়া সীসা ভরিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে হযরতের রওজা শরীফ ভূগর্ভেও সীসার দেওয়ালে সুরক্ষিত হয়।

শহীদদের পদার্থীয় দেহ অবিকৃত বিদ্যমান থাকে—যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ড "ওহোদের জেহাদ" পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। হযরতের সন্নিকটে সমাহিত খলীফা ওমরের কবর দীর্ঘ ৬৮০ বৎসর পরে মসজিদে নববী পুনঃ নির্মাণে খননকালে পায়ের দিকের জমি ধ্বসিয়া পা খুলিয়া গিয়াছিল। খলীফা ওমরের পা তখনও অবিকৃত দেখা গিয়াছে। উপস্থিত বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়া (রঃ) শপথের সহিত সে পা খলীফা ওমরের বলিয়া সনাক্ত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন; বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডের শেষে "হযরতের ও খলীফাদ্বয়ের কবরের বিবরণ" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দেহ মোবারকের কথা আলোচনার ঊর্দ্ধে; ইহা কেয়ামত পর্য্যন্ত সর্বাধিক সুরক্ষিত। শহীদের বরযখী-জীবন অপেক্ষা হযরতের বরযখী-জীবন লক্ষ-কোটি গুণ বেশী শক্তিশালী।

সমস্ত জগতে যখন কাফেরই কাফের থাকিবে যাহারা কাবা শরীফকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে ঐ সময় তাহারা মদীনায় থাকিলে হযরতের রওজা পাকের সহিত কি করিবে তাহা সহজেই বোধগম্য এবং হযরত (দঃ) তাঁহার রওজায় বরযখী-জীবনে জীবন্ত।

ঐ সময় কাবা শরীফের সুরক্ষণের প্রয়োজন ত থাকিবে না যাহার বিবরণ "কাবা শরীফের বিনাশ সাধন" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মান-মর্য্যাদা এবং তাঁহার রওজা শরীফের সুরক্ষণ ত কোন মুহূর্তেই নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না, তাই ঐ সময়ের প্রয়োজন নির্বাহের ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা এই নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঐ সময় মদীনায় কোন মানুষের বসবাস মোটেই থাকিবে না, সম্পূর্ণ মদীনা এলাকা ঐ কালে জনশূন্য অবস্থায় ভাব-গম্ভীররূপে বিরাজমান থাকিবে। উহার সমুদয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তথা ফল-ফলাদির বাগ-বাগিচা, সেই বাগ-বাগিচার সবুজ-শ্যামলতা উহাতে বন্য পশু-পক্ষীর কোলাহল ইত্যাদি সবই বিরাজমান থাকিবে, থাকিবে না শুধু মানুষের বসবাস। কারণ, আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবীর এলাকায় অবস্থানের উপযোগী তাঁহার অনুরাগী মোমেন-মোসলমানের অস্তিত্বই তখন ভূপৃষ্ঠে থাকিবে না। আর রসুলের শত্রুদেরকে ত একচ্ছত্র ভাবে তথায় বসবাসের সুযোগ দেওয়া যায় না; সুতরাং ঐ সময় সোনার মদীনা তাহার সোনালী সৌন্দর্য্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ ফল-ফলাদি ও বাগ-বাগিচার বাহক হওয়া সত্ত্বেও উহা সম্পূর্ণ জনশূন্য অবস্থায় থাকিবে। এই অবস্থা ত অকস্মাৎ হঠাৎ একদিনে সম্পন্ন হইয়া যাইবে না, উহার জন্য প্রকৃতি এই ব্যবস্থা করিবে যে, ঐ সময়কাল নিকটবর্তী হইয়া আসিলে কোনরূপ অভাব-অভিযোগ ব্যতিরেকেই মদীনাবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিবে; যাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্মুখের হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। মদীনার অধিবাসীগণ মদীনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং

মদীনার প্রতি নূতন আগন্তুকের আগমণ হইবে না—এইভাবে মদীনা জনশূন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইবে। সেই কেয়ামতের পূর্বক্ষণের বিশেষ সময় কালের অবস্থারই ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে আলোচ্য হাদীছটিতে*। উল্লিখিত প্রয়োজন সমাধানে যে, আল্লার কুদরতে ঐ সময়ের নিকটবর্তীকালে মদীনাবাসীরা মদীনা ত্যাগ করিয়া যাইতে থাকিবে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক উহার বর্ণনা দানে তাঁহার আক্ষেপ অনুভাগের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে; তিনি মদীনার প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণের প্রিয় সোনার মদীনা ত্যাগীদের প্রতি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দুঃখজনক ভাব কিরূপ হইবে এবং এই শ্রেণীর লোক যে কিরূপ ভাগ্য বিতাড়িত তাহা অতি সুস্পষ্ট। ইহাই ছিল আলোচ্য হাদীছের পরিচ্ছেদের মর্ম।

আয় আল্লাহ! এই নরাধম দীন-হীনকে সদা সোনার মদীনার প্রতি আসক্ত অনুরক্ত রাখিও, মদীনার জিন্দেগীর সুযোগ দান করিও এবং জীবনের শেষ সময় মদীনার আশ্রয়ে থাকিয়া মৃত্যুর পর মদীনার কোলেই কবরের স্থান লাভ করা নছীবে জোটাইও! আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!!

৯৫৮। হাদীছঃ— عن سفيان بن ابى زهير رضى الله تعالى عنه

سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

অর্থ—ছুফিয়ান ইবনে যোহায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই কথা বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, (এমন এক সময় সম্মুখে আসিতেছে, যখন) ইয়ামান দেশ মোসলমানদের করতলগত হইবে এবং মদীনাবাসী কিছু সংখ্যক লোক (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লিপ্সায়) মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করতঃ স্বীয় পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া দ্রুতবেগে ইয়ামান দেশে ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য অতি উত্তম, অতি উত্তম। হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত!

* আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত মদীনা জনশূন্য হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে ইমাম নববী (রঃ) বলিয়াছেন, জগতের আয়ুষ্কালের শেষ দিকে কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এই অবস্থা ঘটিবে। (ফতহুলবারী, ৪—৭২)

এইরূপে সিরিয়া অঞ্চল মোসলমানদের করতলগত হইবে এবং একদল লোক (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লালসায়) মদীনায় অবস্থান ত্যাগ করতঃ পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া দ্রুতবেগে সিরিয়ায় ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য অতি উত্তম, অতি উত্তম। হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত।

এইরূপে ইরাক দেশ মোসলমানদের করতলগত হইবে। তখন একদল লোক স্বীয় পরিবারবর্গ ও সঙ্গী-সাথীগণকে লইয়া (সুখ-স্বাচ্ছন্দের লিপ্সায়) দ্রুতবেগে মদীনা ত্যাগ করতঃ ইরাকে চলিয়া আসিবে, কিন্তু মদীনা তাহাদের জন্য সর্বোত্তম; হায়—যদি তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকিত।

ব্যাখ্যা ঃ—শেষ যমানায় তথা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আল্লাহ তায়ালার কুদরতেই মদীনা শহর জনশূন্য হইবে; সেই জন্য দুনিয়ার লিপ্সায় মদীনা ত্যাগ করা দুঃখজনক হইবে না—তাহা নহে। উক্ত হাদীছে উহারই বর্ণনা রহিয়াছে।

মদীনাবাসীকে ধোকা দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি

৯৫৯। **হাদীছ ঃ**— عن سعد رضى الله تعالى عنه قال سمعت النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَكِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلَّا انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ ـ

অর্থ—সায়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মদীনাবাসীদের ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে ফন্দি আটিবে, সে অনিবার্য্যতঃ এরূপ ধ্বংস হইবে যেরূপ নিমক পানির মধ্যে গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না

৯৬০। **হাদীছ ঃ**— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ـ

অর্থ—আবু বকরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনায় দজ্জালের প্রভাব প্রবেশ করিতে পারিবে না। যখন দজ্জালের প্রভাব বিস্তার হইবে সেই সময় মদীনা শহরে সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকিবে, প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারে দুই দুইজন ফেরেশতা পাহারারত থাকিবেন।

৯৬১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ

لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মদীনার প্রতি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন; প্লেগের মহামারী এবং দজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৯৬২। হাদীছ ঃ— حدث انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ

اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ

يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللّٰهُ كُلَّ

كَافِرٍ وَّمُنَافِقٍ ـ

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দজ্জাল সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিবে, কিন্তু মক্কা ও মদীনা নগরদ্বয়ে আসিতে পারিবে না; মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ কাতার বাঁধিয়া পাহারা দিতে থাকিবেন। ঐ সময় মদীনা শহরে পর পর তিনবার ভূমিকম্প হইবে—যদ্দরুন মদীনায় অবস্থানরত প্রত্যেকটি কাফের ও মোনাফেক মদীনা হইতে বাহির হইয়া আসিবে (এবং দজ্জালের দলভুক্ত হইবে)।

৯৬৩। হাদীছ ঃ— ان ابا سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا عَنِ الدَّجَّالِ

فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهٖ اَنْ قَالَ يَاْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَّدْخُلَ

نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ يَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِى بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ

رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا عَنْكَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَاَيْتَ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْيَوْمَ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَقْتُلُهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ .

অর্থ— আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে দজ্জাল সম্পর্কে সুদীর্ঘ বর্ণনা শুনাইলেন। তাঁহার বয়ানের মধ্যে ইহাও ছিল যে, দজ্জাল (মদীনার উদ্দেশ্যে) যাত্রা করিবে, কিন্তু মদীনার রাস্তায় প্রবেশ করা তাহার জন্য অসাধ্য হইবে। (অপারগ হইয়া) সে মদীনার নিকটবর্তী কোন একটি লোনা জমিনে অবতরণ করিবে। এমতাবস্থায় একজন নেককার সৎলোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিবেন—আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুই সেই দজ্জাল যাহার বিষয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে অবহিত করিয়া গিয়াছেন। তখন দজ্জাল স্বীয় সাঙ্গো-পাঙ্গোদেরকে বলিবে, আমি যদি বেটাকে হত্যা করতঃ পুনরায় জীবিত করিতে পারি তবুও কি আমার খোদায়ী দাবীর প্রতি তোমাদের কোন সন্দেহ বাকি থাকিবে? তাহারা সকলেই উত্তর করিবে—না, না। তখন দজ্জাল ঐ লোকটিকে বধ করিয়া (দুই খণ্ড করিয়া) ফেলিবে; অতঃপর জীবিত করিয়া দিবে। ঐ নেককার ব্যক্তি জীবিত হইয়াই বলিয়া উঠিবেন—আমি আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুই-ই যে দজ্জাল সেই বিষয়ে বর্তমান সময়ের ন্যায় এত দৃঢ় বিশ্বাস আমার আর কখনও জন্মে নাই। তখন দজ্জাল পুনরায় তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিবে, কিন্তু সেই ক্ষমতা তাহার আর হইবে না।

মদীনা অসৎ লোকদিগকে বাহির করিয়া দেয়

৯৬৪। হাদীছ :— عن جابر رضى الله تعالى عنه قال

جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ اَقِلْنِى فَاَبَى ثَلَاثَ مِرَارٍ فَقَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا .

অর্থ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করিল। দ্বিতীয়

দিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দীক্ষা ফেরৎ দেওয়ার দাবী জানাইল। নবী (দঃ) তাহার কথা প্রত্যাখ্যান করিলেন, এইরূপ তিনবার তাহার কথা প্রত্যাখ্যাত হইল। অতঃপর নবী (দঃ) বলিলেন, মদীনা কর্মকারের অগ্নি-চুলার ন্যায়; সে অসৎ লোককে বাহির করিয়া দেয় এবং সৎলোকগণই সেখানে থাকিয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র মদীনার এই গুণ ও বৈশিষ্ট্য সর্বদাই বিদ্যমান আছে, অবশ্য ইহ-জগৎ পরীক্ষার স্থল বলিয়া সর্বদা তাহা প্রয়োগ হয় না। পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, এই বিশেষত্বের পূর্ণ বিকাশ দজ্জালের আবির্ভাবের সময় হইবে, যেমন ৯৬২নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সময় এবং ক্ষেত্র বিশেষে সর্বদাই ইহা প্রকাশ পাইতে পারে ও হইয়া থাকে—যেরূপ আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় ঘটিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মদীনার এই ভাল-মন্দ বাছাই-এর গুণটির ক্রিয়া ক্ষেত্র বিশেষে শুধু ইহাও হয় যে, মন্দকে মন্দরূপে পৃথক করিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়; যদিও তাহারা মদীনায়ই থাকিতে পারে, কিন্তু মন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া; ভাল-মন্দে পরিচয়হীন মিশ্রিত রূপে নয়; মন্দ হওয়ার পরিচয়ে চিহ্নিত হইয়া থাকিতে পারে। যেমন—ওহোদ-জেহাদের সময় তিনশত মোনাফেক লোক মোসলমান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আসিল এবং একটা জঘন্য ছুতা ধরিয়া মাঝ পথ হইতে ফিরিয়া চলিয়া গেল—যাহাতে সকলের সম্মুখে তাহাদের মোনাফেকী স্পষ্ট হইয়া গেল এবং তাহারা মোনাফেক বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেল। তাহাদের সম্পর্কে নবী (দঃ) মদীনার এই গুণটি উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া এক হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা আছে। হাদীছটি তৃতীয় খণ্ড "ওহোদের জেহাদ" পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে। এই মোনাফেক দল মদীনায়ই বসবাস করিত, কিন্তু মোনাফেক হওয়ার পরিচয় ও চিহ্নের সহিত।

যেহেতু পবিত্র মদীনার এই গুণ ও বিশেষত্ব সর্বদাই বিদ্যমান আছে এবং সময় সময় ক্ষেত্রবিশেষে উহা প্রয়োগও হইয়া থাকে, তাই সকলের আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকা আশু কর্তব্য। যেরূপ শক্তিশালী পাহলোয়ান ব্যক্তি যদিও সর্বদা সকলের উপর স্বীয় বল প্রয়োগ করে না, কিন্তু সকলেই তাহার শক্তিমত্তা হইতে সর্বদা আতঙ্কিত ও সতর্ক থাকে।

হে আল্লাহ! আমাদিগকে প্রিয় মদীনায় অবস্থানের সুযোগ ও তৌফিক দান কর; বিশেষতঃ মৃত্যুর পর কবরের স্থানটুকু যেন তথায়ই লাভ হয়—আমীন!

মদীনার জন্য হযরতের দোয়া ও অনুরাগ

৯৬৫। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَىْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ.

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন—হে আল্লাহ! মক্কা নগরীর মধ্যে যত বরকত দান করিয়াছ মদীনা নগরীতে উহার দ্বিগুণ বরকত দান কর।

৯৬৬। হাদীছ :— عن انس رضى الله تعالى عنه

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلٰى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهٗ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

অর্থ :—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের বিদেশ হইতে ফিরার পথে যখন মদীনার বস্তি দৃষ্টিগোচর হইত তখন হযরত (দঃ) মদীনার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মহব্বত ও অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া মদীনার প্রতি স্বীয় যানবাহনকে দ্রুত পরিচালিত করিতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—মদীনা শহরের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় বলিয়া রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনার শহরতলী বস্তিহীন করাও পছন্দ করিতেন না। যেরূপ ৪০৩নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈমান মদীনার প্রতি ধাবিত হয়

অর্থাৎ মোসলমান ব্যক্তি যেখানেই বসবাস করুক পবিত্র মদীনার প্রতি তাহার অনুরাগী ও আকৃষ্ট হওয়া এবং সর্বদা সর্বাবস্থায় মদীনার প্রতি তাহার প্রাণে আবেগ ও আকাঙ্খার ঢেউ খেলিতে থাকা ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন।

৯৬৭। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَاْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا .

অর্থ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় ঈমান মদীনার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসিবে যেরূপ সর্প স্বীয় গর্তের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইয়া আসে।

ব্যাখ্যা :—ঈমানের আলো একমাত্র পবিত্র মদীনা হইতেই বিশ্বের কোণে কোণে ছড়াইয়াছে, তাই এই আলো কাহারো অন্তরে বিশ্বের যে কোন স্থানেই থাকুক না কেন সে তাহার কেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেই। যেরূপ সর্প স্বীয় গর্ত হইতে বাহির

হইয়া যেখানে যত দূরেই চলিয়া যাউক না কেন সে নিশ্চয় স্বীয় কেন্দ্র গর্তের প্রতি আকৃষ্ট হইবেই হইবে। খাঁটী ঈমানের নিদর্শন এই হইবে যে, মোমেন ব্যক্তি স্বীয় ঈমানের প্রতিক্রিয়া ও আকর্ষণে উহার কেন্দ্র পবিত্র মদীনার প্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। যাহার অন্তরে এই আকর্ষণ নাই বুঝিতে হইবে, তাহার অন্তরে খাঁটি ঈমান নাই।

যাবৎ আলো বিতরণকারী হযরত রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পবিত্র মদীনার ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থানরত ছিলেন তাবৎ এই আকর্ষণের কোন সীমাই ছিল না; যে কোন ব্যক্তি যেখানে যত দূরে ঈমানের আলো লাভ করিয়াছে সে-ই সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ মদীনার প্রতি পাগল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, এরূপ ঘটনার শত শত নজীর ছাহাবীগণের ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলো বিতরণকারী হযরত রসুলুল্লাহ্ (দঃ) যদিও বাহ্যিক মৃত্যুর আবরণে ঢাকিয়া যাওয়ার দরুন সাধারণ দৃষ্টিশক্তির সঙ্কীর্ণ আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্ তায়ালার কুদরতে বরযখী-জীবনে জীবিত অবস্থায় মদীনার মাটিতে অবস্থানরত আছেন। তদুপরি বেহেশতের বাগান সম্বলিত তাঁহার মসজিদ তথায় বিদ্যমান; যাহার এক নামাযে পঞ্চাশ হাজার নামাযের অধিক ছওয়াব হয়, তদুপরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বহু নিদর্শন উহাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় উদিত রহিয়াছে। মদীনার ভিতরে বাহিরে অলিতে-গলিতে প্রিয় নবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জেন্দেগীর শত শত নিদর্শন এবং ঐ সবের বরকত হাসিল করার সুযোগ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই এই সোনার মদীনা—প্রাণের প্রিয় শহরের প্রতি মোমেনের প্রাণ আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেই। ঈমানের আলো পবিত্র মদীনা হইতে আসিয়াছে সে কখনও প্রিয় মদীনাকে ভুলিবে না। তাই খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিও পবিত্র মদীনাকে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিবে, আজীবন উহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকিবে।

জগতের বুকে বেহেশতের বাগান সোনার মদীনায়

৯৬৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى -

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (মসজিদ সংলগ্ন) আমার গৃহ এবং (মসজিদে অবস্থিত) আমার মিম্বার এই

উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান ও ভূখণ্ড বেহেশতের বাগান সমূহ হইতে একটি বাগান এবং আমার এই মিম্বার (হাশরের ময়দানে) আমার হাওজে-কাওসারের কিনারায় স্থাপিত হইবে।

● আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযনী (রাঃ) বর্ণিত ৬৩২ নম্বরে অনুদিত হাদীছখানাও ঠিক এই মর্মেই বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠক! আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর—আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত বিশিষ্ট মোবারক স্থানে বসিয়াই হাদীছ খানার তরজমা ও অনুবাদ করা হইল।

যেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফে অবস্থিত হজরে-আসওয়াদ পাথরখানা বেহেশত হইতে পাঠাইয়াছেন; তিনি স্বীয় মাহবুবের মসজিদে বেহেশতের উদ্যান হইতে একটি খণ্ড আনিয়া দিবেন ইহাতে বৈচিত্রের কি আছে?

স্বীয় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টি ও অনুভবশক্তির সঙ্কীর্ণতা স্মরণ রাখিয়া আল্লার অসীম কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করতঃ সুযোগ প্রাপ্তে প্রাণ ভরিয়া বেহেশতের বাগানের স্বাদ গ্রহণ করিবে—সঙ্কীর্ণতার বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকিবে না।

হে আল্লাহ পাক-পরওয়ারদেগার! আমি নরাধমকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে তুমি স্বীয় কৃপাবলে তোমার মাহবুবের জন্য প্রেরিত বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সুযোগ দান করিয়াছ, চিরস্থায়ী আখেরাতেও তুমি তোমার অসীম কৃপাবলেই বেহেশতের মধ্যে স্থান দান করিও। তোমার কৃপা ভিন্ন নরাধমের আর কোন অছিলা নাই। হে খোদা! তোমার প্রেরিত বেহেশতের বাগানে তোমার প্রিয় নবীর দরবারে বসিয়া তোমার নিকট আমার এই আরজ তোমার প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় কবুল কর—আমীন!

স্থূল ও বাহ্যিক পারিপার্শিকতায় আবদ্ধ দৃষ্টি, ভাবধারা ও অনুভবশক্তি যদি এই বেহেশতের বাগানকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিয়া লইতে সক্ষম না হয় তবে দৃঢ়রূপে এতটুকু বিশ্বাস ত নিশ্চয় রাখিবে যে, এই স্থানে এবাদত-বন্দেগী বেহেশতের বিশেষ স্থান ও বাগান লাভে এতই শক্তিমান সহায়ক যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই স্থানকে বেহেশতের বাগান নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাই সুযোগ প্রাপ্তে ঐ স্থানে অধিক এবাদৎ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা হইতে হিজরত করতঃ মদীনায় পৌছিয়া প্রথমে মদীনার সংলগ্ন "কোবা" নামক স্থানে অবতরণ করিলেন এবং তথায় চৌদ্দ দিন অবস্থান করার পর খাস মদীনায় আসিবার মনস্থ করিলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাদার মাতুল বংশ বনী-নাজ্জার গোত্রের লোকগণ জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনার সহিত হযরত (দঃ)কে কোবা হইতে মদীনায় লইয়া

আসিলেন। প্রত্যেকের প্রাণেই হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া যাওয়ার জন্য আকাঙ্খার ঢেউ খেলিতেছিল। কিন্তু হযরত (দঃ) সকলকে জানাইয়া দিলেন যে, আমার যানবাহন উটের প্রতি আল্লার আদেশ আছে—আল্লার মর্জি যেই স্থানে সেই স্থানেই সে বসিবে। অবলীলাক্রমে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উট আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে পৌঁছিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (দঃ) সেই বাড়ীতে অবতরণ করিলেন, অতঃপর মসজিদ তৈরীর ব্যবস্থা করিলেন। আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ী সংলগ্ন নাজ্জার গোত্রীয় লোকদের একটি খেজুর বাগান মসজিদের স্থানরূপে নির্বাচন করিলেন। তথায় মসজিদ তৈরী হইল। অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাস গৃহও মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই তৈরী হয় এবং সেই আবাস গৃহেই আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষের মধ্যে ইহজগতের নির্দিষ্ট জীবনকালের শেষ দিনগুলি নবী (দঃ) অতিবাহিত করেন এবং তথায়ই সমাহিত হইয়া জীবিত অবস্থায়ই এখনও তথায় বাস করিতেছেন। (ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ওয়া-আলা আলিহী ওয়া-আছহাবিহী ওয়া-বারাকা অসাল্লাম)।

উক্ত আবাসগৃহ এবং মসজিদে অবস্থিত মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কেই আলোচ্য হাদীছটি। ঐ স্থানটি বেহেশতের বাগান-খণ্ড হওয়া আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের লীলা। আমাদের জ্ঞান, বোধশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি অতি নগণ্য ও নেহাৎ সীমাবদ্ধ।

নবীজীর (দঃ) অবতরণ-স্থান—আবু আইয়ুব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ী কিছুক্ষণ পূর্বে জেয়ারত করিয়া আসিলাম। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবাসগৃহ সম্বলিত বর্তমান মসজিদে-নববীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণ বরাবর রাস্তার অপর পারে; বর্তমানে তথায় তিনতলা দালান রহিয়াছে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মিম্বার ঝাউ কাঠের তৈরী ছিল। কালক্রমে উহার বিলুপ্তি ঘটিয়াছে; যেরূপ মানবদেহের বিলুপ্তি ঘটে। পরকালে মানবদের ন্যায় উক্ত মিম্বারও পুনরুত্থানরূপে হাওজে-কাওছারের কূলে স্থাপিত হইবে এবং হযরত (দঃ) উহার উপর উপবেশন পূর্বক হাওজে-কাওছারের পানি পান করাইবেন। আলোচ্য হাদীছের শেষাংশের মর্ম ইহাই।

মদীনার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ

৯৬৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার সঙ্গীগণ সহ) মদীনায় আসিলে পর আবু বকর (রাঃ) এবং বেলাল (রাঃ) জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জ্বরের উত্তাপ যখন অধিক হইত তখন তিনি এই বয়েতটি বলিতেন—

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ اَهْلِهٖ — وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ

"প্রত্যেক মানুষই স্বীয় স্ত্রী-পুত্রবর্গের মধ্যে থাকিয়া আনন্দ উপভোগে লিপ্ত থাকে, অথচ মৃত্যু তাহার নিকটবর্তী—অতি নিকটবর্তী।"

বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জ্বর উপশমে এই বয়েত দুইটি বলিতেন—

اَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً — بِوَادٍ وَّحَوْلِيْ اِذْخِرٌ وَّجَلِيْلٌ

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ — وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَّطَفِيْلٌ

অর্থাৎ—তিনি মক্কা নগরীর দুই প্রকার তৃণ-লতার নাম উল্লেখ করিয়া অনুতাপের সহিত বলিতেছেন, হায়! পুনরায় এই সব তৃণ-লতার মধ্যে অবস্থানের সুযোগ পাইব কি? এবং মক্কা নগরীর একটি ঝর্ণা বা কূপের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ঐ ঝর্ণার পানি পুনঃ পান করিবার সুযোগ পাইব কি? এবং মক্কার নিকটবর্তী দুইটি পাহাড়ের নাম উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, পুনরায় উহা আমার নয়নে দেখিতে পাইব কি?

(মক্কা নগরীর বিচ্ছেদে বেলালের এই ব্যথা ও অশান্তির ভাব লক্ষ্য করতঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা হইতে বিতাড়িত হওয়ায় অনুতপ্ত হইয়া বিতাড়নের ভূমিকায় অগ্রণী মক্কার কতিপয় দুষ্ট কাফেরের নাম উল্লেখ পূর্বক অভিশাপ করিলেন—হে আল্লাহ! শায়বা ইবনে রবিয়া, ওতবা ইবনে রবিয়া এবং উমাইয়া ইবনে খলফ—তাহারা আমাদের মাতৃভূমি হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া জ্বরের মহামারীর দেশে আসিতে বাধ্য করিয়াছে, তুমি তাহাদের প্রতি লা'নৎ ও অভিশাপ বর্ষণ কর।

অতঃপর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا

وَفِيْ مُدِّنَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ .

"হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে মদীনার প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করিয়া দাও, যেরূপ প্রীতি ও মহব্বত মক্কা নগরীর প্রতি ছিল, বরং আরও অধিক। হে আল্লাহ! আমাদের (মদীনার) উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বরকত দান কর এবং মদীনা নগরীকে স্বাস্থ্যকর স্থান করিয়া দাও এবং জ্বরের মহামারী মদীনা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া (মদীনার দূরে) জোহ্‌ফা (নামীয়) বস্তিতে পাঠাইয়া দাও।"

আয়েশা (রাঃ) বলেন, প্রথম যখন মোসলমানগণ মদীনায় আসিয়াছিলেন তখন মদীনা জ্বর ইত্যাদি রোগের মহামারীর স্থান ছিল। কারণ উহার সংলগ্ন "বোত্‌হান" এলাকার পানি দূষিত ছিল, মদীনার আবহাওয়াও দূষিত থাকিত।

পাঠকবর্গ! আল্লাহ তায়ালা মদীনার প্রতি স্বীয় প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়াসমূহ অক্ষরে অক্ষরে কিরূপে পূর্ণ করিয়া দিয়া মদীনাকে সোনার মদীনায় পরিণত করিয়াছেন তাহা চোখে দেখিবার ও ব্যবহারে অনুভব করিবার বস্তু, মুখে বা কাগজে কলমে বুঝাইবার বস্তু নহে।

আল্লাহ তায়ালার লাখ লাখ শোকর যে, তিনি এই নরাধমকে অত্র বিষয় বস্তু লেখাকালীন তৃতীয়বার সোনার মদীনায় হাজির হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়ার ফলাফল নয়ন জুড়াইয়া দেখিবার এবং প্রাণ ভরিয়া খাইবার ও অনুভব করিবার সুযোগ দান করিয়াছেন। সবকিছু স্বচক্ষে দেখিয়া এবং স্বজ্ঞানে অনুভব করিয়াই সামান্য ইঙ্গিত স্বরূপ ইহা লিখিলাম।

৯৭০। হাদীছ ঃ—উম্মুল-মোমেনীন হাফ্ছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার পিতা খলীফা ওমর (রাঃ) এই দোওয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

(صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

উচ্চারণ :— আল্লাহুম্মার-যুক্বনী শাহাদাতান ফী-ছাবীলেকা, ওয়াজ্আল মৌতী ফী বালাদে রাসুলেকা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম।)

অর্থ—হে আল্লাহ! তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং আমার মৃত্যু তোমার রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শহরে (পবিত্র মদীনায়) অনুষ্ঠিত কর।

ব্যাখ্যা ঃ—আউফ ইবনে মালেক নামক এক বিশিষ্ট ব্যক্তি একদা স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শহীদ করা হইয়াছে এবং তিনি শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন। এই স্বপ্ন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ব্যক্ত করা হইলে পর প্রথমে তিনি আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া নৈরাশ্য স্বরে বলিয়া উঠিলেন, শাহাদতের সুযোগ আমি কিরূপে পাইতে পারি? (বর্তমান বিশ্ব-বিজয়ী মোসলেম জাতির সর্বশক্তি-কেন্দ্র) আরব দেশের মধ্যে আমি (খলীফাতুল-মোসলেমীনরূপে) অবস্থান করিতেছি। আমি (বর্তমানে) কোথাও যুদ্ধ-জেহাদে যাই না, সর্বদা মোসলেম জাহানের বেষ্টনীর ভিতর অবস্থান করিতেছি। অতঃপর তিনি এই উক্তির বিপরীত বলিলেন, হাঁ হাঁ—আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে এই অবস্থায়ও আমার শাহাদৎ ঘটাইতে পারেন। এই ঘটনার পর হইতেই তিনি উক্ত দোয়া করিয়া থাকিতেন।

মনে হয়—ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দৃষ্টিতে শাহাদৎ নছীব হওয়ার সুসংবাদের আনন্দকে এই আশঙ্কা মলিন ও ঘোলাটে করিয়া দিয়াছিল যে, হায়! প্রাণের প্রিয়

সোনার মদীনার বাহিরে মৃত্যু বরণ করিতে হয় না—কি? কারণ মোসলেম জাহানের রাজধানী মদীনা—যেখানে সর্বশক্তি মোসলমানদেরই। এমন স্থানে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় খলিফাতুল-মোসলেমীনের শহীদ হওয়ার কোন ব্যবস্থা সম্ভবের আয়ত্বে দেখা যাইতেছিল না, তাই তিনি আতঙ্কিত। শাহাদতের মর্তবা অতি বড় অতি উচ্চ বটে, কিন্তু স্বপ্নে প্রদত্ত এত বড় মর্তবার সুসংবাদেও ওমর (রাঃ) প্রাণের প্রিয় সোনার মদীনায় মৃত্যু নছীব হওয়ার মর্তবা ও স্বাদকে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। উভয় নেয়ামতই আল্লাহ তায়ালার বড় দান, তাই তিনি সর্বশক্তিমান মাবুদের দরবারে উভয় নেয়ামত লাভ করার জন্য দরখাস্ত পেশ করা আরম্ভ করিলেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান; তাঁহার রহমতের অন্ত নাই, তিনি ওমরের ন্যায় প্রিয় বান্দাকে বিমুখ করিবেন কেন।

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাস সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, তিনি পবিত্র মদীনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের ভিতরে মেহ্‌রাবের মধ্যে নামাযরতাবস্থায় শাহাদৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় মাহবুব হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আরাম-কক্ষে স্থান লাভ করিয়া স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب - السلام عليك يا شهيد المحراب - السلام عليك يا خليفة رسول الله - السلام عليك يا صهر نبى الله المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رضى الله تعالى عنك وارضاك وجعل الجنة مثواك -

"হে আমাদের সম্মানিত মহামনীষী ওমর ইবনুল খাত্তাব! আপনার প্রতি সালাম; হে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের মেহ্‌রাবে শাহাদৎ বরণকারী! আপনার প্রতি সালাম; হে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খলীফা—স্থলাভিষিক্ত! আপনার প্রতি সালাম।

হে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শ্বশুর! আপনার প্রতি সালাম! আল্লাহ তায়ালা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন; আর আপনার স্থান বেহেশতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করুন—আমীন!*

---

* আলোচ্য বিষয়টি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র কবর শরীফের নিকটবর্তী স্থানে বসিয়া লেখা হইল, তাই সেই আয়ুপাতিক আদব ও রীতি অনুসারেই তাঁহার প্রতি সালাম জিখিয়া দেওয়া হইল।

পাঠকবর্গ! ওমর (রাঃ) যে আকাঙ্খা পোষণ করিয়া থাকিতেন এবং যে দোয়া তিনি করিয়া থাকিতেন; ছাহাবা, তাবেয়ীন, তাবয়ে-তাবেয়ীন ও আওলিয়া কেরামগণের মধ্যে বহু মহামনীষী এই আকাঙ্খা ও দোয়া করিয়া গিয়াছেন।

আমি নরাধম আল্লাহ তায়ালার হাবীবের মসজিদে বিশিষ্ট স্থান—বেহেশতের বাগানে বসিয়া আল্লার দরবারে এই দোয়া করিতেছি—হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদৎ ও পবিত্র মদীনায় মৃত্যু দান কর এবং পবিত্র জান্নাতুল-বাকির মধ্যে আমাকে দাফন হওয়ার সৌভাগ্য দান কর। হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় নবী হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় আমি নরাধমের এই আরাধনা কবুল কর—আমীন!×

مُنًى كُنَّ فِي قَلْبِي غَرَسْتُ بِطَيْبَةٍ — فَأَسْقِي بِدَمْعٍ وَّالدِّمَاءِ لِتَجْتَدِي

অন্তরে বহু আশা-আকাঙ্খার বীজ ছিল—উহা পবিত্র মদীনায় বপন করিয়াছি। এখন চোখের পানি এবং রক্ত-অশ্রু দ্বারা উহার সিঞ্চন করিব যেন উহাতে ফল আসে।

وَهَلْ لَذَّةٌ لِي فِي الدُّنَى وَنَعِيمِهَا — إِذَا أَنَا نَاءٍ مِنْ مَّدِيْنَةِ سَيِّدِي

দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রী-সম্ভার কি আমার নিকট স্বাদময় হইতে পারে—যখন আমি আমার মহানের মদীনা হইতে দূরে থাকি?

تَمَنَّيْتُ مِنْ رَّبِّي جِوَارَ مَدِيْنَةٍ — فَيَا لَيْتَ لِي فِيهَا ذِرَاعٌ لِمَرْقَدِي

মদীনার আশ্রয়ই আমি আমার পরওয়ারদেগারের নিকট বিশেষভাবে কামনা করিয়াছি। হায় ···! আমার কবরের জন্য মদীনার মধ্যে এক হাত জায়গা আমার ভাগ্যে জুটিবে কি?

رَجَائِي بِرَبِّي أَنْ أَمُوتَ بِطَيْبَةٍ — فَأَرْقُدُ فِي ظِلِّ الْحَبِيبِ وَأُحْشَرُ

আমার প্রভুর দরবারে আমার আকাঙ্খা এই যে, আমার মৃত্যু যেন মদীনায়ে-তায়্যেবায় হয়; তাহা হইলে আমি প্রাণ-প্রিয় হাবীবের ছায়ায় চিরনিদ্রা যাইতে পারিব এবং তাঁহারই ছায়ায় হাশরে যাইতে পারিব।

إِلٰهِي عَلَى بَابِ الْحَبِيبِ رَجَوْتُهُ — فَهَلْ أَنْتَ تُعْطِينِيهِ حَتْمًا مُقَدَّرًا

হে আমার মাবুদ! হাবীবের দরওয়াজায় অর্থাৎ তাঁহার মসজিদে তাঁহার রওজা পাকের নিকটে থাকিয়া তোমার দরবারে এই আকাঙ্খা রাখিলাম; তুমি নিশ্চিতরূপে আমার এই আকাঙ্খার বাস্তবায়ন আমার ভাগ্যে রাখিবা ত?

× ১লা আগষ্ট ১৯৫৮ ইং পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারাহ।

একাদশ অধ্যায়

রোযা

রমজান শরীফের রোযা ফরজ

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থ--হে মোমেনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হইয়াছে, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল। রোযা ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যেন মোত্তাকী—খোদাভীরু ও সংযমী হইতে পার।

৯৭১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (১০ই মহরম—) আশুরার দিনের রোযা নিজে রাখিয়াছেন এবং উক্ত রোযা রাখিবার আদেশও করিয়াছেন; (সে মতে উহা ফরজ ছিল।) অতঃপর যখন রমজানের রোযা ফরজ করা হইল তখন আশুরার রোযা ফরজ হওয়া পরিত্যক্ত হইল।

এই বিষয়ে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ ৮২৯ নম্বরে অনুদিত হইয়াছে!

রোযার ফজীলত

৯৭২। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ

وَاِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهٗ اَوْشَاتَمَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ

بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ

يَتْرُكُ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ وَشَهْوَتَهٗ مِنْ اَجْلِىْ اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا .

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, রোযা (দোজখের আজাব হইতে বাঁচাইবার পক্ষে) ঢাল স্বরূপ। (ঢাল দুর্বল হইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে জীবন রক্ষা করা কঠিন। অতএব প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য, যে সব কারণে রোযা দুর্বল হয় তাহা হইতে বিরত থাকা।) সুতরাং রোযাদার ব্যক্তি গালি-গীবত ইত্যাদি কোন খারাপ কথা মুখে উচ্চারণ করা হইতে বা কোন খারাপ কাজ করা হইতে বিশেষরূপে বিরত থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ বা গালাগালি করে তবে (তাহার কর্তব্য হইবে—কোন প্রকার প্রতিউত্তর না করিয়া নিজেকে পূর্ণ সংযমী রাখিবে এই ভাবিয়া যে, আমি রোযাদার আমি এরূপ কার্য্য বা কথার প্রতিউত্তর করিতে পারি না; আবশ্যক বোধে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষান্ত করিবার জন্য মুখেও ইহা) প্রকাশ করিয়া দিবে যে, আমি রোযাদার (আমি ঝগড়ায় লিপ্ত হইব না। প্রয়োজন হইলে একাধিক বার এইরূপ বলিবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলেন—যেই আল্লার হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি, রোযাদার ব্যক্তি না খাইয়া থাকার দরুণ তাহার মুখে যে বিকৃত গন্ধ সৃষ্টি হয় (মূল্য ও প্রতিদানের দিক দিয়া) উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট মেশক ও কস্তুরীর সুগন্ধি অপেক্ষা উত্তম গণ্য হইবে।

(রোযাদারের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও তাহার প্রশংসা স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা বলিয়া থাকেন—এই বন্দা) আমার আদেশ পালনার্থে ও আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বীয় খাদ্য, পানীয় ও কাম-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াছে। সে মতে রোযা খাদ্য আমার জন্য—আমার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আমিই (আমার মনঃপুত ও মনোমত) উহার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিব।

নেক আমলের প্রতিফল দানে সাধারণ নিয়ম এই রাখা হইয়াছে যে, দশগুণ (হইতে সত্তর গুণ পর্য্যন্ত) দেওয়া হইয়া থাকে। (কিন্তু রোযার প্রতিদানের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার নিয়ম রাখা হয় নাই; রোযার জন্য রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণা, রোযা আমার জন্য; উহার প্রতিদান আমিই দিব।)

ব্যাখ্যা ঃ- রোযাদার ব্যক্তির মুখের বিকৃত গন্ধের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য্য এই যে, দুনিয়াতে রোযার দ্বারা মুখকে দুর্গন্ধমুক্ত করার ফলে বেহেশতে মেশকের খোশবুর চেয়েও উত্তম এবং অধিক মূল্যবান সুগন্ধ রোযাদারের মুখে দান করা হইবে।

রোযার বিষয় আল্লাহ তায়ালা যাহা বলিয়া থাকেন উহার প্রথম বাক্যটি হইল 'রোযা আমার জন্য"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে--যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে সমুদয় এবাদতই আল্লাহ তায়ালার জন্য তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু রোযা এবং অন্যান্য এবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে অন্যান্য এবাদত

সমূহের ক্রিয়া-কলাপ আকার-আকৃতি ও নিয়ম-পদ্ধতি এইরূপ যে, মুখে প্রকাশ না করিয়াও উহার মধ্যে রিয়া তথা লোকদেখানো ভাব সৃষ্টি হইতে পারে এবং অনেক সময় আবেদ তথা এবাদতকারীর অন্তরে, তাহার অনুভূতির অন্তরালে ঐ ভাবটি লুকাইয়া থাকে। সে উহা অনুভব করিতে না পারিলেও অন্ততঃ উহা তাহার ভিতরে থাকে, যদ্দরুণ তাহার নফছ এক প্রকার স্বাদও গ্রহণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে রোযা এমন পদ্ধতির এবাদত যে, রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে প্রকাশ না করিলে সাধারণতঃ উহা একমাত্র অন্তর্যামী আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত লোক-সম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার মত নহে। তাই রোযার মধ্যে আল্লার সন্তুষ্টি ব্যতীত নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহার আকার-আকৃতি ও নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে নাই। তবে কোন বদ-নছীব যদি মুখে গাহিয়া স্বাদ লাভ করিতে চায় তবে সে কথা স্বতন্ত্র। এই পার্থক্যটির প্রতিই এক হাদীছের বর্ণনায় স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে—

كل عمل ابن ادم لـه الا الصيام فانه لى وانا اجزى بـه

"প্রত্যেক এবাদতই এবাদতকারী ব্যক্তির জন্য। (অর্থাৎ প্রত্যেক এবাদতই এইরূপ নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকৃতির যে আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও এবাদতকারীর নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।) পক্ষান্তরে রোযা—উহা একমাত্র আমার জন্য। (অর্থাৎ রোযার নিয়ম-পদ্ধতি আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া এবাদতকারী রোযাদারের নফছের আস্বাদক হওয়ার সুযোগ উহাতে নাই।)

এতদ্ভিন্ন রোযা হইল—খাদ্য, পানীয় ও রতিক্রিয়া হইতে বিরত থাকা; তথা না-করণ কার্য্য যাহা অদৃশ্য আমল। গোপনে পানাহার বা কামস্পৃহা চরিতার্থ করিলে তাহা অন্য লোকে জানিতে পারে না, সুতরাং মানবীয় প্রবৃত্তির অতি লোভণীয় বস্তু পানাহার ও কামস্পৃহাকে চরিতার্থের লোভকে খাঁটীভাবে সংবরণ করার কষ্ট-সহিষ্ণুতা একমাত্র আল্লার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আসক্তি ব্যতিরেকে কেউ স্বীকার করিতে পারে না। অতএব আল্লাহ বলেন, রোযা একমাত্র আমার জন্য—অর্থাৎ বস্তুতঃ রোযা খাছভাবে আমার ভক্তি ও আসক্তিতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যটি হইল "উহার প্রতিদান আমিই দান করিব"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সমস্ত এবাদতের প্রতিদানই একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করিবেন; তিনিই "مالك يوم الدين—প্রতিফল দান দিবসের একচ্ছত্র মালিক"; এবং সর্বক্ষেত্রেই কর্ম অনুপাতে প্রতিফল বহুগুণে বেশী দেওয়া হইবে। কিন্তু প্রত্যেক নেক কার্য্যের প্রতিফল দানের ব্যাপারেই কর্ম ও কর্মফল উভয়ের মধ্যে আনুপাতিক হিসাব ও নিয়মের একটি

ধারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই প্রবর্তন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহা স্বীয় বাণী ও রসুলের মারফত ব্যক্তও করিয়া দিয়াছেন যে, প্রতি নেক কাজে দশগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্য্যন্ত বা ততোধিক গুণ নেকী ও তাহার প্রতিফল দেওয়া হইবে।

রোযার প্রতি আল্লাহ তায়ালার স্বীয় আদর, প্রীতি ও অনুরাগ প্রকাশার্থে ঘোষণা করেন যে, উহার প্রতিদান আমি দয়ালু অফুরন্ত খাজানার মালিক নিজ ইচ্ছা, অভিরুচি ও তৃপ্তি পরিমাণ মনঃপুত ও মনোমতরূপে দান করিব—যাহার মধ্যে কোন নিয়ম বা আনুপাতিক হিসাবের সীমাবদ্ধতা থাকিবে না। কি দিব? কত দিব? তাহা আমিই জানি।

● আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঝগড়া-বিবাদ বারণ করা ইত্যাদি উত্তম উদ্দেশ্যে যদি নিজের রোযাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করে তবে তাহা দোষণীয় নহে। (২৫৫ পৃঃ)

৯৭৩। হাদীছঃ— عن سهل رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ .

অর্থ—সাহল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (বিভিন্ন বেহেশত এবং সেই) বেহেশতের (বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার ও ফটক সমূহের মধ্যে প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত) একটি ফটকের (এবং উহার এলাকাস্থ বেহেশতটির) নাম হইল "রাইয়্যান"। পরকালে সেই ফটক দ্বারা একমাত্র ঐ মোমেনগণ প্রবেশ করিতে পারিবে যাঁহারা (দুনিয়াতে) রোযার অভ্যস্ত ও অনুরাগী ছিলেন।* অন্য কেহ ঐ ফটকে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোযাদারগণকে বিশেষরূপে আহ্বান করা হইবে এবং তাঁহারা (সেই ফটকের প্রতি) অগ্রসর হইবেন, অন্য কেহ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোযাদারগণ উহাতে প্রবেশ করার পর উহাকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে; অন্য কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

---

* "রাইয়্যান শব্দের আভিধানিক অর্থ পিপাসামুক্ত। রোযাদারগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভোগ করতঃ রোযা রাখিয়াছিল, সেই আমলের স্মরণে উহার প্রতিদানে সুখের বাসস্থানকে এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে।

৯৭৪। হাদীছঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاعَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِّنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যে ব্যক্তি এক জোড়া জিনিস আল্লার রাস্তায় দান করিবে তাহাকে বেহেশতের যতগুলি গেট আছে প্রত্যেকটি গেট হইতে ডাকা হইবে—হে আল্লার খাছ বন্দা! (এদিকে আসুন;) এইটি ভাল।

অতঃপর যাঁহারা আহ্‌লে-ছালাত হইবেন তথা যাঁহাদের নামাযের সঙ্গে বেশী মহব্বত এবং বৈশিষ্ট্য ছিল—অর্থাৎ যাঁহারা ফরজ এবাদৎ সমূহ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল নামায পড়িতে বেশী ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকে বাবোছ্-ছালাত তথা নামায-গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-জেহাদ হইবেন অর্থাৎ জেহাদ বেশী ভালবাসিতেন তাঁহাদিগকে বাবোল-জেহাদ তথা জেহাদ-গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-ছিয়াম হইবেন, অর্থাৎ যাঁহারা অন্যান্য এবাদৎ ফরজ পরিমাণ আদায় করিয়া অতিরিক্ত নফল রোযা করিতে বেশী অনুরাগী ছিলেন তাঁহাদিগকে বাবোর-রাইয়্যান তথা রাইয়্যান নামক গেট হইতে ডাকা হইবে। যাঁহারা আহলে-ছদকা হইবেন অর্থাৎ দান-সাহায্যকারী তাঁহাদিগকে বাবোছ্-ছদকা তথা দান-গেট হইতে ডাকা হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আবু বকর ছিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! একজন লোককে সমস্ত গেট হইতে ডাকা হউক, ইহার প্রয়োজন ত নাই, কিন্তু (আপনি যেরূপ বলিয়াছেন,

প্রকৃত প্রস্তাবেই কি সেইরূপে) কোন লোককে সমুদয় গেট হইতে ডাকা হইবে? নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হাঁ—সেইরূপও হইবে এবং আশা করি, আপনি ঐ দলেরই একজন হইবেন।

ব্যাখ্যা:—এখানে তিনটি বিষয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আবশ্যক।

(১) আল্লার রাস্তায় দান করার তাৎপর্য্য (২) এক জোড়া জিনিসের তাৎপর্য্য (৩) এবং বেহেশতের গেট সমূহের বিষয় উক্তি "এইটি ভাল" ইহার তাৎপর্য্য।

● আল্লার রাস্তায় দান করার অর্থ আল্লার দীন জারী করার এবং দীন জারী রাখার যে কোন কাজে দান করা। আল্লার দীন জারী করাতে বাধা দেয় যে কাফের শত্রুগণ তাহাদের সঙ্গে জেহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনা কার্য্যে হউক বা আল্লার দীন শিক্ষাদান কার্য্যে হউক বা মৌখিকভাবে কিম্বা লিখিত আকারে আল্লার দীন প্রচার করার কাজে হউক। আল্লার দীন অর্থে আল্লার রসুল যাহা কিছু আল্লার দরবার হইতে আনিয়া মানব জাতির মুক্তি ও মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে দান করিয়াছেন—কোরআন আকারে বা হাদীছ আকারে তথা রসুলের কথা ও কার্য্য দ্বারা কোরআনের ব্যাখ্যা আকারে। যেহেতু দীন জারী করার মধ্যে দীনের সব শাখাই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আল্লার দীন জারী করার কাজে সাহায্যকারী ও দানকারীকে সব গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। এবাদৎ সমূহের ফরজ পরিমাণ আদায়ের পর নফল পর্য্যায়ে যাহার যে প্রকার এবাদতের প্রতি মহব্বত এবং অধিক অনুরাগ ছিল তাহাকে সেই সংশ্লিষ্ট গেট হইতে আহ্বান করা হইবে।

নামাযের প্রতি যাহার অধিক মহব্বত, অধিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে নামায-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। দান-ছাখাওয়াত, খয়রাত, যাকাতের প্রতি এবং খেদমতে-খাল্‌ক ও পরোপকারের প্রতি যাহার অধিক অনুরাগ, মহব্বত ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে যাকাত-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। রোযার প্রতি যাহার বেশী মহব্বত এবং অধিক অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্য ছিল তাহাকে রোযার দরওয়াজা—রাইয়্যান নামক গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। জেহাদের প্রতি যাহার বেশী মহব্বত ছিল অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে যে অধিক অনুরাগী ছিল তাহাকে জেহাদ-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে।

এইরূপে যেই ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এবং বরাবর আল্লার নিকট তওবা এস্তেগফার করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বেশী ভালবাসিত তাহাকে বাবোত-তওবা তথা তওবা-গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি স্বীয় অধীনস্থ ত্রুটিকারীকে ক্ষমা করিতে এবং ক্রোধ দমন করিয়া রাখিতে অধিক অভ্যস্ত ছিল তাহাকে বাবোল-কাযেমীনাল-গয়য, অল আ'ফীনা আনিন্নাছ তথা ক্রোধ দমনকারী ক্ষমাকারীদের গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। যে ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শোকর ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

অধিক পরিমাণে করিয়া থাকিত এবং কষ্ট-ক্লেশ অবস্থায়ও ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করতঃ শান্ত, সন্তুষ্ট ও তুষ্ট থাকিত তাহাকে বাবোর্-রাযীন তথা তুষ্ট ও শান্তদের গেট হইতে আহ্বান করা হইবে। বেহেশতের এই আটটি গেট বা দরওয়াজার বিষয়ই হাদীছে উল্লেখ আছে।

● এক জোড়া জিনিস নিজের তহবিল হইতে বাহির করিয়া দান করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বারই যখন দান করে—যে কোন জিনিসই দান করুক না কেন, তখন একটি মাত্র জিনিসই দান করে না, বরং এক জোড়া জিনিস দান করে। যেমন—এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া ঘোড়া, এক জোড়া ঢাল-তলওয়ার ইত্যাদি। এবং প্রত্যেক বারই পূর্বের দানের কথা ভুলিয়া গিয়া বর্তমানের একবারের সঙ্গে ভবিষ্যতের আরও একবারকে মিলাইয়া জোড়া বানাইবার নিয়ত ও আশা রাখে। দানকারীর জন্য পূর্বকৃত দান ভুলিয়া যাওয়াই অধিক ভাল এবং আগামীতে আরও এইরূপ দান করিবে এই আশা ও নিয়্যত করাই অধিক ফজিলতজনক। কিন্তু দান গ্রহীতার জন্য ইহার বিপরীত অর্থাৎ পূর্বের কিঞ্চিৎ দানও জীবনে কখনো ভুলিয়া যাওয়া চাই না এবং ভবিষ্যতে পুনঃ পুনঃ দান গ্রহণের আশা বা ইচ্ছা মনে পোষণ করা চাই না।

● বেহেশতের গেট ও দরওয়াজা সমূহের প্রত্যেকটির বিষয় এই উক্তি যে, "এইটা ভাল" ইহার অর্থ এই যে, বেহেশত সবই ভাল, সেখানে মন্দের নাম-নিশানও নাই, কিন্তু যে ফেরেশতা যেই গেট ও দরওয়াজার তত্ত্বাবধায়ক তিনি সেইটিকেই সবচেয়ে ভাল মনে করিতেছেন এবং এই অনুসারেই ইহা বলিতেছেন।

রমজান মাসের মর্য্যাদা

৯৭৫। হাদীছঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যখন রমজান মাস আরম্ভ হয় তখন হইতে উর্দ্ধ জগতের (তথা রহমতের) দরওয়াজা সমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, (সেমতে বেহেশতের দরওয়াজাসমূহও খুলিয়া দেওয়া হয়) এবং জাহান্নামের সমুদয় দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং (অধিক দুষ্ট, নেতৃস্থানীয়) শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যাঃ—আলোচ্য রেওয়ায়েতে উর্দ্ধ জগতের দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়ার উল্লেখ হইয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে রহমতের দরওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে এবং এক রেওয়ায়েতে

বেহেশতের দরওয়াজা খোলার উল্লেখ আছে। সব রেওয়ায়েতের মূল তাৎপর্য্য একই। রমজান মাসে বিশেষরূপে অতি মাত্রায় এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের বিশেষত্ব লক্ষ্য না করিয়া সর্বদা আল্লার রহমত নাযেল হইতে থাকে। তাই আকাশে আল্লার রহমত-বাহক ফেরেশতা নাযেল হওয়ার দরওয়াজাসমূহ সর্বদা খোলা থাকে এবং আল্লাহ তায়ালার প্রধান কেন্দ্র বেহেশতের দরওয়াজাসমূহ রমজান মাসের সম্মানার্থে খুলিয়া রাখা হয়।

● রমজান মাসের বিশেষত্ব হিসাবে জগদ্বাসীর প্রতি যেরূপ রহমত নাযেল করার ব্যবস্থা রাখা হয় তদ্রূপ রহমতের বিপরীত আল্লাহ তায়ালার গজব ও আজাবের কারণ তথা শয়তানী আন্দোলন ও কার্য্যকলাপ কম করার ব্যবস্থাও করা হয় যে—বড় বড় শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। শয়তানী আন্দোলন ও কার্য্যকলাপকে সমূলে উচ্ছেদ করার ইচ্ছা করিলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি তাহা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে জাগতিক জীবনের পরীক্ষার উদ্দেশ্য পণ্ড হয়, তাই আল্লাহ তায়ালা তাহা করেন না। এই জন্যই ইবলিসের সাধারণ অনুচরবৃন্দ এবং মানুষের আকৃতিতে শয়তান প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ এবং মানুষের নফছে-আম্মারা তদুপরি এগার মাস শয়তানী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির সক্রিয়তা বন্ধ করা হয় না। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা রমজান মাসের সম্মানার্থে স্বীয় বন্দাগণকে বিশেষ সুযোগ প্রদানার্থে নেতৃস্থানীয় বড় বড় শয়তানগুলিকে আবদ্ধ করিয়া দেন। যদ্দরুণ আল্লার প্রতি ধাবিত হওয়ার পথ ধরা সহজ হইয়া যায়। মানব যেন এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় না হারায় সেজন্য করুণাময় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একজন ফেরেশতা পবিত্র রমজান মাসে আল্লার বন্দাদিগকে প্রতি দিন এই আহ্বান জানাইতে থাকেন, يا باغى الخير اقبل ويا باغى الشر اقصر "হে সত্যান্বেষী সুপথের পথিক! (এই পবিত্র রমজানের সুবর্ণ সুযোগে) দ্রুত সম্মুখপানে অগ্রসর হও, উন্নতি লাভ কর। হে কু-পথগামী! (হেলায় এই সুযোগ হারাইও না। এই পবিত্র রমজানে স্বীয় আত্ম-সংশোধন ও পবিত্রতা লাভে সচেষ্ট হও এবং কু-কার্য্য হইতে) ক্ষান্ত হও, সতর্ক হও।"

অর্থাৎ—যেহেতু পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহ তায়ালার রহমতের দরওয়াজাসমূহ সর্বদা খোলা থাকে, রহমত লাভ করা সহজ সুলভ হয়; তাই এই সুযোগের প্রতিটি মুহূর্তকে স্বীয় উন্নতির সম্বলরূপে গ্রহণ কর। আপন জীবনের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হও, অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর, যেরূপ কোন ব্যবসায়ী স্বীয় ব্যবসায়ের জন্য মৌসুম, সুযোগ ও হাট-ঘাট, মেলা বা প্রদর্শনীকে উন্নতির বিশেষ সহায়ক ও সম্বলরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে রমজান মাসে অসত্যের ও কু-পথের বড় বড় আন্দোলনকারীরা আবদ্ধ রহিয়াছে, কু-পথ হইতে ফিরিয়া আসা ও কু-কার্য্যকে ত্যাগ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে, অসংখ্য বাধা-বিপত্তির উপশম হইয়াছে, ফিরার পথের বেড়াজাল সমূহের লাঘব ঘটিয়াছে।

এই সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারাইও না, এই সোনালী সময়কে চৈতন্যহীন অবস্থায় অতিবাহিত করিও না। সুযোগের সদ্ব্যবহার কর, অতীত জীবনের অন্ধকারময় পথে আর অগ্রসর হইও না, থাম। এই সুযোগেই পশ্চাদে পরিত্যক্ত আলোর পথে ফিরিয়া আস।

আল্লাহ তায়ালা কত মেহেরবান করুণাময়! স্বীয় বন্দাদিগকে সুযোগ দান করিয়া সেই সুযোগের ঘোষণা এবং আহ্বানও জানাইয়া দিতেছেন। শুধু এক দুই বার নয়, বরং সুযোগের প্রতিটি দিনেই এই আহ্বান আসিতে থাকে। যাঁহাদের রুহানী শ্রবণশক্তি আছে, তাঁহারা সরাসরি সেই আহ্বান শুনিতে পারেন। যাহারা সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে নাই, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সত্য রসুলের মারফৎ সেই আহ্বানের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

পরীক্ষাক্ষেত্রের অনুপযুক্ত—পরীক্ষা-বিষয়ে পরীক্ষার্থীর স্বায়ত্বশাসিত স্বাধীনতাকে খর্বকারী—বাধ্য-বাধকতামূলক ব্যবস্থা ব্যতীত পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। কোন ব্যক্তি যদি এসব ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় ভ্রষ্টতাকেই আঁকড়াইয়া থাকে তবে তাহার পক্ষে এসব সুযোগের কোন মূল্যই হইবে না।

রোযা অবস্থায় মিথ্যায় লিপ্ত হওয়ার বিষময় ফল

৯৭৬। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ .

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্য্য পরিত্যাগ না করিবে ঐ ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার কোনই মূল্য আল্লার নিকট নাই।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের উদ্দেশ্য মিথ্যাবাদীকে রোযা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া নহে। বরং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যা পরিত্যাগ করতঃ রোযার পূর্ণ সুফল লাভ করার প্রতি আহ্বান করাই এই হাদীছের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেরূপ কোন চিকিৎসক স্বীয় রোগীকে ঔষধ প্রদান করতঃ সতর্ক করিয়া দিয়া থাকে যে—অমুক অমুক কু-পথ্য ব্যবহার করিলে ঔষধ ব্যবহারে কোন ফল হইবে না। এই সতর্কবাণী শুনিয়া যদি ঐ সকল কু-পথ্যকেই আঁকড়াইয়া থাকে এবং নিষ্ফল মনে করিয়া ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকে তবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

রোযাদারের আনন্দ

৯৭৭। হাদীছ ঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.....لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন.....যাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহাদের জন্য আনন্দ উপভোগের বিশেষ দুইটি সুযোগ রহিয়াছে। প্রথমতঃ—এফ্‌তার করার সময়। দ্বিতীয়তঃ—যখন স্বীয় পালন-কর্তার নিকট উপস্থিত হইবে তখন রোযার (প্রতিফল প্রত্যক্ষরূপে দেখা ও উপভোগ করার) দরুন সে আনন্দিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রথম আনন্দের কারণ স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালার তৌফিক দানে রোযা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত সামগ্রী উপভোগ করার অনুমতি লাভ হইয়াছে। এই প্রথম আনন্দেরও দুইটি সুযোগ রহিয়াছে। প্রথম হইল প্রতিদিন এফতারের সময় যখন ঘরে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় হইল যখন সমগ্র রমজান মাসের রোযা সম্পূর্ণ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য এফতার করা হয় অর্থাৎ ঈদুল-ফেতরের দিনে; যখন ঘরে-বাহিরে, পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, সমগ্র দেশময় ও সমগ্র মোসলেম জাতির ভিতরে বাহিরে আনন্দ উল্লাসের স্রোত বহিয়া যায়। নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের মুখেই হাসি-খুশীর ঢেউ খেলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় আনন্দ—ইহাই স্থায়ী এবং পূর্ণ ও আসল আনন্দ। উহা লাভ হইবে যখন পরজগতে যাইয়া আল্লাহর দরবার হইতে তাঁহারই বিঘোষিত الصوم لى وانا اجزى به "রোযা আমার বস্তু, উহার প্রতিদানে আমি আমার মনঃপুত ও মনোমত প্রতিফল দান করিব" এই প্রতিফল লাভ করিবে।

যৌন উত্তেজনা রোধে রোযা

৯৭৮। হাদীছ ঃ— قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه

كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গী ছিলাম। তিনি বলিলেন, যাহার বিবাহ করার সামর্থ আছে, তাহার বিবাহ করা কর্তব্য। কারণ, বিবাহ চক্ষুর দৃষ্টিকে সংযত রাখিতে এবং যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত রাখিতে বিশেষ সহায়ক হয়। যে ব্যক্তি অপারক; বিবাহের (খরচ ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের) সামর্থ্য রাখে না তাহার কর্তব্য হইবে রোযা রাখিয়া যাওয়া—ধারাবাহিক রোযা রাখিয়া যাওয়া। ধারাবাহিক রোযার দ্বারা তাহার কাম-রিপুর দমন সাধিত হইবে, যৌন উত্তেজনার উপশম হইবে।

চাঁদ দেখার উপর রোযা ও ঈদ নির্ভরশীল

বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (অর্থাৎ ২৯শে শা'বান চাঁদ দেখার কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও শুধু সম্ভাবনা সূত্রে) রমযানের রোযা রাখিবে, সে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবাধ্য গণ্য হইবে।

৯৭৯। হাদীছঃ— عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه قال

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى

تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ۔

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজানের আলোচনা করতঃ বলিলেন, যাবৎ (রমজানের) চাঁদ দেখা (প্রমাণিত) না হয় তাবৎ রোযা রাখিও না। তদ্রূপ যাবৎ (শওয়ালের) চাঁদ দেখা (প্রমাণিত) না হয় রোযা পরিত্যাগ করিও না। যদি (নূতন) চাঁদ প্রকাশিত না হয় তবে (রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে ত্রিশ দিনে মাসের) হিসাব গ্রহণ করিতে হইবে।

৯৮০। হাদীছঃ— عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم

فاكملوا العدة ثلاثين ۔

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে, কিন্তু (শা'বানের উনত্রিশ তারিখে) চাঁদ না দেখা পর্য্যন্ত রোযা রাখিও না। যদি (সেই দিন) চাঁদ প্রকাশ না হয় তবে ত্রিশ দিনের গণনা পূর্ণ কর।

৯৮১। হাদীছঃ— يقول ابن عمر قال النبى صلى الله عليه وسلم

اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَخَنَسَ الْاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, রোযার মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনেও হয় এবং এইরূপে ইশারা করিয়া দেখাইয়াছেন—উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ উন্মুক্ত করিয়া তিনবার দেখাইয়াছেন, কিন্তু তৃতীয়বার একটি আঙ্গুল আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

৯৮২। হাদীছঃ— يقول ابو هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ فَاِنْ غُبِّىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং (শওয়ালের) চাঁদ দেখিয়া রোযা পরিত্যাগ কর। যদি (রমজানের) চাঁদ (শা'বানের ২৯ তারিখে) প্রকাশ না হয় তবে (শা'বানের) গণনা ৩০ দিন পূর্ণ কর।

৯৮৩। হাদীছঃ— عن ابى بكرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُوا الْحِجَّةِ

অর্থ—আবু বকরাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, দুই ঈদের দুই মাস অর্থাৎ রমজান মাস ও জিলহজ্জ মাস (কোন অবস্থাতেই) অসম্পূর্ণ গণ্য হয় না।

ব্যাখ্যাঃ—রমজান মাস প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মাসই অতি ফজিলতের মাস। জিলহজ্জ মাসও তদ্রূপ; ইহার প্রথম দশ দিন ত বিশেষ ফজিলতের আছেই, সম্পূর্ণ মাসেরও অপেক্ষাকৃত ফজিলত আছে। এই মাসদ্বয়ের ফজিলত ত্রিশ দিন হইলে যেরূপ উনত্রিশ দিন হইলেও তদ্রূপ। উনত্রিশ দিন হইলে এইরূপ ধারণা করা ভুল হইবে যে, এ বৎসর এই মাস অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

বর্তমান যুগে রমজান মাস উনত্রিশ দিনের হইলে কোন কোন লোককে এই বলিয়া অনুতাপ করিতে শুনা যায় যে, এবার আমাদের রমজান পুরা হইল না। এরূপ উক্তি ও অনুতাপ আলোচ্য হাদীছের পরিপন্থী, এরূপ করা চাই না।

৯৮৪। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِى مَرَّةً

تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ -

অর্থ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে বহু লোক বিদ্যাহীন নিরক্ষর আছে এবং হইবে—যাহারা লেখা-পড়া এবং (নক্ষত্রের ভ্রমণ ও তিথির) হিসাব-নিকাশ হইতে অজ্ঞ। অতঃপর হযরত (দঃ) ইশারা করিয়া দেখাইলেন--মাস কোন সময় উনত্রিশ দিনের হয় এবং কোন সময় ত্রিশ দিনেও হয়।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের অধিকাংশ বিষয় চাঁদের হিসাবের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, কারণ চাঁদ অতিশয় স্পষ্ট ও উজ্জল দীপ্তিমান বস্তু এবং এরূপ প্রকাশ্য পরিবর্তনশীল যে, বিশেষ কোনও হিসাব-নিকাশ বা দৃষ্টির অগোচর বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া উহার দ্বারা মাসের হিসাব নির্ধারিত করা যায়। উহার হিসাব সর্ব-সাধারণের জন্য সহজ সাধ্য এবং অকাট্য। তাই চাঁদের হিসাবের উপরই ইসলামের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম স্থাপন করা হইয়াছে, কারণ উম্মতের মধ্যে অনেক লোক শিক্ষা-দীক্ষাহীন হইবে যাহারা লেখা-পড়া হিসাব-কিতাব হইতে অজ্ঞ। অদৃশ্য সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশের উপর শরীয়তের হুকুম স্থাপন করা হইলে অধিকাংশের জন্যই তাহা সহজ সাধ্য হইত না।

রমজানের চাঁদ দেখার পূর্বেই রোযা আরম্ভ করা নিষিদ্ধ

৯৮৫। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ

رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, খবরদার! কোন ব্যক্তি রমজানের চাঁদ দৃষ্ট হওয়ার এক দুই দিন পূর্ব হইতে রোযা রাখা আরম্ভ করিবে না। হাঁ—যদি কোন ব্যক্তির স্থিরকৃত ও রোযায় অভ্যস্ত দিন ঐরূপ তারিখে হয়, তবে সে ঐ দিন রোযা রাখিতে পারে। (যেমন কোন ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখায় অভ্যস্ত। ঘটনাক্রমে কোন সপ্তাহের এই দুইটি বার রমজানের এক দুই দিন পূর্বে আসিল, সেই ব্যক্তি ঐ দিনের রোযা রাখিতে পারিবে।)

রমজানের রাত্রে পান-আহার ইত্যাদি জায়েয

আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফে ফরমাইয়াছেন—

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ

অর্থ—রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী ব্যবহার করা জায়েয ও হালাল করা হইল। স্ত্রীদের প্রতি তোমাদের অভীপ্সা, অনুরাগ ও গার সম্পর্ক এরূপ যেন পরস্পর একে অন্যের পরিধেয় পোষাক, (যদ্দরুণ) তোমাদের (কাহারও কাহারও সেই আকর্ষণের ফলে শরীয়ত বিরোধী) নিজের ক্ষতিকারক কার্য্যে পতিত হওয়ার ঘটনা আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত হইয়াছেন। তাই তিনি দয়াপরবশ হইয়া তোমাদের তওবা কবুল করিয়াছেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন (এবং শরীয়তের বিধান বদলাইয়া দিয়াছেন)। এখন হইতে তোমরা (রমজানের রাত্রে) স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিতে এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ভাগ্যানুপাতিক বস্তু (সন্তান) লাভের চেষ্টা করিতে পার। (২ পাঃ ৭ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের প্রাথমিক যুগে রোযার নিয়ম ও বিধান এই ছিল যে, নিদ্রামগ্ন হওয়ার মুহূর্ত হইতেই রোযা আরম্ভ হইয়া যাইত। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। ফলে কোন কোন ছাহাবীর দ্বারা এরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল যে, তারাবীহ ইত্যাদি হইতে অবসর হইয়া অধিক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাহার স্ত্রীর নিদ্রা আসিয়া গেল। কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া সে স্বীয় স্ত্রীর নিদ্রামগ্নতাকে বৃথা অজুহাত মনে করতঃ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্ত্রী-সহবাস করিল, অথচ স্ত্রীর নিদ্রামগ্ন হওয়ার দরুণ তাহার রোযা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় তাহাকে সহবাসে বাধ্য করা শরীয়ত বিরোধী কার্য্য ছিল। তাই এইরূপ ঘটনা অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ পরে শীতল মস্তিষ্কে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার পর ভীষণ অনুতপ্ত হইয়া নিজে নিজেও তওবা করিলেন এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারেও ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ ঘটনার উপরই উল্লিখিত আয়াত নাযেল হইল এবং চিরতরে শরীয়তের বিধান এই বিষয়ে সহজ করিয়া দেওয়া হইল যে, ছোবেহ-ছাদেক না হওয়া পর্য্যন্ত নিদ্রামগ্ন হওয়ার পরও পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস জায়েয এবং ছোবেহ-ছাদেক হইতে রোযা আরম্ভ হইবে।

৯৮৬। হাদীছঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের উপর (রোযা ফরজ হওয়ার প্রাথমিক যুগে) এই বিধান বলবৎ ছিল যে, কোন রোযাদার এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হওয়ার পর এফ্‌তারের বস্তু সম্মুখে রাখিয়া এফ্‌তার করার পূর্ব মুহূর্তে নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলে সে পরবর্তী দিবসের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কোন প্রকার পানাহার করিতে পারিত না। (কারণ, রাত্রের যে কোন অংশের নিদ্রা হইতে পরবর্তী দিবসের সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রোযার সময় নির্দ্ধারিত ছিল।)

কায়েস ইবনে ছেরমা আনছারী (রাঃ) নামক (এক বৃদ্ধ) ছাহাবী রোযাদার ছিলেন। এফ্‌তারের সময় উপস্থিত হইলে পর তিনি গৃহে আসিয়া স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়ার কোন বস্তু আছে কি? স্ত্রী বলিল, উপস্থিত কিছুই নাই, কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে যাইতেছি। কায়েস ইবনে ছেরমা (রাঃ) সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন হইয়া গেল। এদিকে তাঁহার স্ত্রী (কিছু খাদ্য বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া) উপস্থিত হইলে পর তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় দেখিয়া অনুতাপ করতঃ বলিল, আপনার ত কিসমত কাটা গিয়াছে। (নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া স্ত্রী তাঁহাকে খাদ্য গ্রহণে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ ও আল্লার রসূলের তথা শরীয়তের আদেশ লঙ্ঘনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতঃ কোন কিছু না খাইয়া দ্বিতীয় দিনের রোযা রাখিয়া দিলেন।) দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে তিনি বেহুশ—অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হইল। এইরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন শরীফের আয়াত নাযেল হইল যাহার অংশ বিশেষ এই—

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

"এবং রমজানের রাত্রে তোমরা পানাহার করিতে পার যাবৎ কালো রেখা (রাত্রের অন্ধকার) শেষ হইয়া সাদা রেখা (প্রভাতের আলো) উদিত না হয়।"

৯৮৭। হাদীছঃ—আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কোরআন শরীফে অবতারিত এই আয়াতটি আমি পাঠ করিলাম—

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

এবং خَيْط "খায়েত" শব্দের অভিধানিক অর্থ হইল—সূতা বা তাগা। যে অনুসারে আয়াতের অর্থ হয়—"তোমরা রমজানের রাত্রে পানাহার করিতে পার যাবৎ সাদা সূতা কাল সূতা হইতে পৃথক হইয়া দৃষ্ট না হয়"। তাই আমি একটি সাদা তাগা এবং একটি কাল তাগা আনিয়া তাগাদ্বয়কে আমার বালিশের নীচে রাখিয়া দিলাম এবং রাত্রির

অন্ধকারে উহাদের প্রতি বারবার দেখিতে লাগিলাম, রাত্রের অন্ধকার পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া দিনের আলো আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তাগাদ্বয়ের পূর্ণ পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইতে ছিল না; (এবং আমি সেহেরী খাওয়াও ক্ষান্ত করিতেছিলাম না।) ভোর বেলা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, হে বুদ্ধিমান! এখানে الخيط الابيض "আল খায়তুল আবয়াজু"—সাদা তাগার উদ্দেশ্য প্রভাতের আলো রেখা এবং "আল-খায়তুল আছওয়াদ"—কাল তাগার উদ্দেশ্য হইল রাত্রের অন্ধকার রেখা। অর্থাৎ যাবৎ রাত্রের অন্ধকার বিলুপ্ত হইয়া প্রভাতের আলো-রেখা—ছোবহে-ছাদেক উদিত না হয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে পারিবে।

৯৮৮। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমে যখন—

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ

নাযেল হইল তখন من الفجر বাক্যটি—(যদ্দারা الخيط الابيض "সাদা তাগা"-এর উদ্দেশ্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, উহার উদ্দেশ্য "প্রভাত" উহা) নাযেল হইয়াছিল না, তাই সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকেই الخيط الابيض ও الخيط الاسود-এর আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী রোযার সময় একটি সাদা তাগা এক পায়ে এবং একটি কাল তাগা অপর পায়ে বাঁধিয়া রাখিল। যাবৎ সাদা তাগা ও কাল তাগা পৃথকরূপে দৃষ্ট না হইত তাবৎ তাহারা পানাহার করিত। তাহাদের এই ভুল ধারণা দুর করার জন্য পরে من الفجر বাক্যটি নাযেল হয়, অর্থাৎ الخيط الابيض সাদা তাগার উদ্দেশ্য প্রভাত বা ছোবহে-ছাদেক। অতঃপর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, সাদা ও কাল তাগার উদ্দেশ্য যথাক্রমে প্রভাতের আলো অর্থাৎ ছোবহে-ছাদেক ও রাত্রির অন্ধকার।

তাহাজ্জুদ নামাযের আজান সেহেরী খাওয়ার প্রতিবন্ধক নহে

৯৮৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বেলাল (রাঃ) ছোবহে-ছাদেকের (ঘণ্টাখানেক) পূর্বে—রাত্রি বাকি থাকাবস্থায় তাহাজ্জুদ নামাযের উদ্দেশ্যে আজান দিয়া থাকিতেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে জ্ঞাত করিয়া দিলেন যে, যাবৎ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম আজান না দেয় তাবৎ তোমরা পানাহার করিতে পার। কারণ, সে-ই ফজরের আজান দিয়া থাকে। (তাঁহার পূর্বে বেলাল (রাঃ) যে আজান দেন, উহা তাহাজ্জুদ নামাযের আজান হইত)।

বিলম্বে সেহেরী খাওয়া

৯৯০। হাদীছ ঃ—সাহ্‌ল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার ঘরে সেহেরী খাইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ফজরের নামাযে শরীক হওয়ার জন্য আমাকে দ্রুতবেগে যাইতে হইত।

সেহেরী খাওয়া ও ফজর নামাযের মধ্যকার ব্যবধান

৯৯১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) একদা বর্ণনা করিলেন, আমরা এমন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সেহেরী খাইয়াছি যে, সেহেরী শেষ করিয়াই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আনাছ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ফজরের নামাযের আজান ও সেহেরী শেষ করার মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান ছিল? তিনি বলিলেন—কোরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত (সাধারণরূপে) তেলাওয়াত করা যায় এই পরিমাণ সময় ছিল।

সেহেরী খাওয়া ওয়াজেব না হইলেও উহাতে বরকত লাভ হয়

৯৯২। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিরতি না ঘটাইয়া লাগালাগি রোযা রাখিলেন। (অর্থাৎ একতার, সেহেরী এবং রাত্রের কোন অংশে কোন প্রকার পানাহার না করিয়া পর পর কতিপয় রোযা রাখিলেন।) ছাহাবীগণও এইরূপ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য এরূপ করা অত্যাধিক কষ্টকর হইল। তাই নবী (দঃ) তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনি ত এরূপ করিয়া থাকেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়—আমাকে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) পানাহার (-এর শক্তি) দান করা হইয়া থাকে।

৯৯৩। হাদীছ ঃ— قال انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা সেহেরী খাও; কারণ সেহেরী খাওয়ার মধ্যে বরকত লাভ হইবে।

দিনের বেলায় রোযার নিয়্যত করিলে?

উম্মুদ-দর্দা (রাঃ) স্বীয় স্বামী—বিশিষ্ট ছাহাবী আবু দার্দা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার অভ্যাস ছিল—তিনি (সকাল বেলা নাস্তার সময় বাড়ী আসিয়া) জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের নিকট কিছু খাদ্য বস্তু তৈয়ার আছে কি? যদি বলিতাম, কিছুই নাই, তবে তিনি বলিতেন—তাহা হইলে আমি (নফল) রোযার নিয়্যত করিয়া নিলাম।

আবু তালহা (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হোজায়ফা (রাঃ) ও এইরূপ করিতেন।

৯৯৪। **হাদীছ ঃ**—সালামাতুব-নুল আকওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা (১০ই মহরম) আশুরার দিন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে এই ঘোষণা প্রচারের আদেশ করিয়া পাঠাইলেন—তোমাদের যে ব্যক্তি ছোবহে-ছাদেক হওয়ার পর কিছু পানাহার করিয়াছে (তাহার রোযা হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও) সে বাকি দিন পানাহার হইতে বিরত থাকিবে এবং যে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত পানাহার করে নাই, সে রোযার নিয়্যত করিয়া লইবে (অদ্য আশুরার দিন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে)।

ব্যাখ্যা ঃ—ঘটনা এই ছিল যে, একবার জিলহজ্জ মাসের ২৯ তারিখে মহরমের চাঁদ সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাইতে ছিল না। যেই দিনকে মহরমের নয় তারিখ ধারণা করা হইতেছিল; সেই দিনের কিছু অংশ কাটিয়া যাওয়ার পর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এরূপ প্রমাণ উপস্থিত হইল যদ্বারা তিনি ঐ দিনকে দশ তারিখ আশুরার দিন বলিয়া সাব্যস্ত এবং উল্লিখিত ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। কারণ, সেকালে রমজানের রোযা ফরজ হইয়াছিল না, বরং আশুরার রোজা ফরজ ছিল। বর্তমানে রমজানের রোযার ব্যাপারে উল্লিখিত বিধানই বলবৎ আছে।

মছআলাহ ঃ—নফল ও রমজানের নিয়্যত দিনের বেলা করা যায়। কিন্তু তাহা অবশ্যই সেহেরীর শেষ সীমা হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্য ভাগের পূর্বে হইতে হইবে। অন্ততঃ দ্বিপ্রহরের পূর্বে হইলেও কোন কোন আলেমের মতে রোযা শুদ্ধ হইবে।

রোযাদার ব্যক্তির জানাবত অবস্থায় প্রভাত করা

৯৯৫। **হাদীছ ঃ**—উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) ও উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-সালামা (রাঃ) উভয়েই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন সময় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ভাহাজ্জুদের পর) স্বীয় স্ত্রী ব্যবহার করায় জানাবত অবস্থায় ছোবহে-ছাদেক হইয়া যাইত। অতঃপর গোছল করিতেন এবং (ফজরের নামায পড়িতেন ও) রোযা রাখিতেন।

রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য-সুলভ ভালবাসা ও আসক্তির আচার-ব্যবহার করা

৯৯৬। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (স্বীয় স্ত্রীকে) রোযা অবস্থায় চুম্বন করিতেন এবং এক সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করিতেন (অতঃপর আয়েশা (রাঃ) সাধারণ লোকদিগকে হুশিয়ার করার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে,) নবী (দঃ) স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বাধীনে রাখিতে যেরূপ সক্ষম ছিলেন অন্য কেহ তদ্রূপ সক্ষম নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সহিত একমাত্র সহবাস ব্যতীত অন্য রকম আচার-ব্যবহারের অনুমতি আছে বটে, কিন্তু আয়েশা (রাঃ) যে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন

যে—সাধারণ লোক স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখিতে সক্ষম হয় না, সুতরাং পূর্ব হইতেই সাবধান ও সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে এক বিছানায় অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে শোওয়া অথবা চুম্বন করা হইতে বিরত থাকিবে।

৯৯৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সত্য যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রোযা অবস্থায় এক স্ত্রীকে চুম্বন করিয়াছেন; ইহা বর্ণনা করিয়া আয়েশা (রাঃ) হাসিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—প্রসিদ্ধ আছে, আয়েশা (রাঃ) হইতে ইসলামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মছলা-মাছায়েল বর্ণিত। আল্লাহ তায়ালাও তাঁহাকে সুযোগ দিতেন বেশী; নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আয়েশার বিছানায় অহী যত আসে অন্যত্র তত আসে না। আয়েশা (রাঃ) উম্মতকে মছলা-মাছায়েল পৌঁছাইতেও অত্যধিক তৎপর ছিলেন।

রোযাদারের জন্য স্ত্রীকে চুম্বন করা রোযা ভঙ্গকারী নহে এই মছআলাহটি হযরতের প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা প্রমাণ ও বর্ণনা করায় আয়েশা (রাঃ)কে তাঁহার লজ্জাবোধ বাধা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিরত রাখিতে পারে নাই। আপন ভাগিনাকে শিক্ষা দান সুযোগে শালীনতার সহিত তিনি উহা প্রকাশ করিয়া ছাড়িয়াছেন।

রোযা অবস্থায় গোসল করা

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় একটি কাপড় ভিজাইয়া (ঠাণ্ডার জন্য) উহাকে শরীরের উপর রাখিয়াছেন।

শা'বী (রঃ) রোযা অবস্থায় হাম্মাম খানায় (গোসল করার জন্য) গিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় (আবশ্যক বশতঃ) কোন বস্তুকে জিহ্বা দ্বারা চাখা ও আস্বাদন করাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (কিন্তু গলার ভিতরে উহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রবেশ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। সুতরাং অতি প্রয়োজন ও বিশেষ সতর্কতা ছাড়া এইরূপ করিবে না।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় কুলি করা বা যে কোন উপায়ে শীতলতা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রোযার সময় শরীরে বা মাথায় তৈল ব্যবহার করা এবং মাথা আচড়ান চাই। (অর্থাৎ রোযার সময় এলোমেলো ভাবে থাকা ভাল নয়)।

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার একটি পাথরের তৈরী টব আছে। উহাতে পানি ভরিয়া রাখি এবং রোযা অবস্থায় বিশেষ উত্তাপ অনুভব করিলে আমি উহাতে নামিয়া শীতলতা হাসিল করিয়া থাকি।

মছআলাহ ঃ—চুম্বন করায় বা উভয়ের অঙ্গাআঙ্গী করায় বা শুধু ধরা-ছোয়ায় যদি বীর্য্য বাহির হইয়া যায় তবে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এমনকি যদি দুই জন পুরুষ বা দুইজন নারীর মধ্যেও পরস্পর ঐরূপ হয়। তদ্রূপ হস্তমৈথুনেও বীর্য্য বাহির হইলে রোযা ভঙ্গ হইবে। (শামী, ২—১৪২)

মছআলাহ ঃ—কোন প্রকার ধরা-ছোয়া ব্যতিরেকে শুধু কল্পনা করায় বা দৃষ্টি করায় যদিও গুপ্ত অঙ্গের প্রতিই দৃষ্টি হউক—উহাতে বীর্য্য বাহির হইলেও রোযা ভঙ্গ হয় না; রোযা চালু রাখিতেই হইবে। যেরূপ বীর্য্যপাত ব্যতিরেকে চুম্বন বা অঙ্গাআঙ্গী করায় রোযা ভঙ্গ হইবে না, রোযা চালু রাখিতে হইবে। (শামী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—প্রথম মছআলায় রোযা ভঙ্গ হওয়ায় উহার শুধু কাজাই করিতে হইবে; কাফ্ফারা দিতে হইবে না। কিন্তু একদিন ঐরূপে রোযা ভঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও পুনঃ রোযা ভঙ্গের পরওয়া না করিয়া ঐরূপে রোযা ভঙ্গের কাজ করিলে সে ক্ষেত্রে কাফ্ফারাও আদায় করিতে হইবে। (শামী, ২—৪৫)

আনাছ (রাঃ) হাছান বছরী (রাঃ), ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) তাঁহারা রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করাকে দোষণীয় মনে করিতেন না।

৯৯৮। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান মাসে কোন দিন (অনিচ্ছাকৃত) স্বপ্নদোষের দরুণ নয়, বরং ইচ্ছাকৃত (ছোবেহ-ছাদেকের পূর্বে স্ত্রী ব্যবহারের দরুণ) জানাবত অবস্থায় রাত্রি ভোর করিয়াছেন এবং তৎপর গোছল করিয়া রোযা রাখিয়াছেন।

রোযা অবস্থায় ভুলবশতঃ পানাহার করা

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, নাকে পানি দেওয়ার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে পানি গলায় চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। (ইহা কোন কোন আলেমের অভিমত। কিন্তু হানাফী মজহাব মতে মছআলাহ এই ঃ—রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত ভাবেও গলার ভিতর পানি চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।)

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, হঠাৎ মাছি হলকুমের ভিতর চলিয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হইবে না।

হাসান বছরী (রঃ) ও মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন, ভুল বশতঃ স্ত্রী-সহবাস করিলেও রোযা ভঙ্গ হইবে না।

৯৯৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم

اِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهٗ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহার করিলে (তাহার রোযা ভঙ্গ হইবে না;) সে ঐ রোযা পূর্ণ করিবে। কারণ, এই পানাহার আল্লাহর তরফ হইতে হইয়াছে। (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে হয় নাই, সুতরাং দোষণীয়ও হয় নাই।)

রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করা

আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করিতে দেখিয়াছি—অসংখ্য বার যাহার গণনা নাই।

শুষ্ক বা কাঁচা তাজা ও পানিতে ভিজা ইত্যাদি সব রকম মেছওয়াক দ্বারাই রোযা অবস্থায় মেছওয়াক করা যায়।

ইবনে সিরীন (রঃ) বলিয়াছেন, কাঁচা ডালের মেছওয়াক করায় রোযার কোন ক্ষতি হয় না। কোন ব্যক্তি বলিল, উহার ত আস্বাদ আছে। তিনি বলিলেন, পানিরও ত আস্বাদ আছে, অথচ তুমি রোযাবস্থায় কুল্লি করিয়া থাক (২৫৮ পৃঃ)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় দিনের প্রথম ও শেষ উভয় দিকেই মেছওয়াক করিতেন (২৫৭ পৃঃ)। তিনি বলিয়াও থাকিতেন, রোযাদার দিনের প্রথম ও শেষ উভয় ভাগেই মেছওয়াক করিতে পারে; তবে মেছওয়াক করার থুথু গিলিবে না। আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, যদি থুথু গিলিয়া ফেলে তবে রোযা ভঙ্গ হইবে বলি না। (ফতহুলবারী, নোসখার বোখারী ২—১২৪ পৃঃ)। কাতাদাহ (রঃ) ও আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, (মেছওয়াক করা) থুথু গিলিতে পারে। অবশ্য যদি মেছওয়াকের কুচি খসিয়া থাকে এবং উহা নগণ্য না হয় তবে উহা গিলিবে না, উহা অবশ্যই ফেলিয়া দিবে (ফতহুলবারী, ২—১২৮ পৃঃ)।

রোযা অবস্থায় নাকে পানি দেওয়া

নাকের ছিদ্রের শুধু বহিরাংশে পানি দেওয়াতে দোষ নাই; অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়ার আদেশ অনেক হাদীছেই উল্লেখ আছে এবং সেখানে রোযা-বেরোযার পার্থক্য করা হয় নাই। অবশ্য যথাসাধ্য ছিদ্রের উপর অংশেও পানি পৌছাইতে তৎপর হওয়ার আদেশ বর্ণনার হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, রোযাদার তাহা করিবে না। (ফতহুলবারী, ২—১২৯)।

হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, নাকের ভিতর ঔষধ বা তৈলের ফোটা বহাইলে উহা যদি নাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, উহার কিঞ্চিৎ অংশও হলকুম বা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত না ছড়ায় তবে রোযার পক্ষে ক্ষতিকর হইবে না।

অবশ্য সাধারণতঃ মস্তিষ্কে পৌছাইবার জন্যই তৈল বা ঔষধ নাকে ঢালা হইয়া থাকে এবং অতি সহজে ও অবিলম্বেই উহা হলকুম ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে, তাই ফেকার কেতাবসমূহে কোন প্রকার বিভক্তি ছাড়াই বলা হইয়া যে, নাকের মধ্যে ঔষধ

বা তৈল ঢালিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে এবং সাধারণভাবে তাহাই প্রযোজ্য, অবশ্য যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হইয়া উহা নাকের সীমা অতিক্রম না করার ব্যবস্থা করা হয় তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা এবং সে ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ না হওয়া বস্তুতঃই সুস্পষ্ট।

কানে ঔষধ বা তৈল বহাইলে তদ্রূপই রোযা ভঙ্গ হইবে। কিন্তু অনিচ্ছায় হঠাৎ কানের ভিতর পানি প্রবেশ করিলে তাহাতে রোযা ভঙ্গ হইবে না। অবশ্য নিজে কানের ভিতর পানি প্রবেশ করাইলে রোযা ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রোযা ভঙ্গ হওয়ার মতামতই অগ্রগণ্য ও অধিক বিধেয় (ফতোয়া কাজিখান, ফত্‌হুল-কাদীর ২—৭৩)।

আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, কুল্লির পানি মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া তারপর থুথু গিলিলে রোযার ক্ষতি হইবে না। কারণ, সে ক্ষেত্রে মুখে পানির অংশ অতি নগণ্যই থাকে। যাহা থাকে তাহা মুখে লাগিয়া থাকা অংশ মাত্র; উহাতে রোযার ক্ষতি হইবে না।

"গোন্দ" নামীয় এক প্রকার বস্তু যাহা শত চিবাইলেও কোন রস বা স্বাদ নির্গত হয় না এবং উহার কোন অংশও ছিন্ন হয় না—যেরূপ "রবার"; সাধারণতঃ মহিলারা উহা চিবাইয়া থাকে। আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, রোযা অবস্থায় উহা চিবাইয়া থুথু গিলিলেও রোযা ভঙ্গ হইবে বলি না, কিন্তু ঐরূপ করা নিষিদ্ধ।

রমযানে স্ত্রী-সহবাস ইত্যাদি রোযা ভঙ্গকারী কার্য্য করিলে

আবু হোরায়রা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের একদিন কোন প্রকার ওযর বা অসুস্থতা ব্যতীত রোযা ভঙ্গ করিবে, সে ঐ একদিন রোযা ভঙ্গের ক্ষতি এক যুগ রোযা রাখিয়াও পূরণ করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, রমযানের এক একটি রোযা এমনই অমূল্য রত্ন যে, উহা হেলায় হারাইলে তাহার ক্ষতিপূরণ দীর্ঘ এক যুগের রোযার দ্বারাও হইতে পারিবে না। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, উহার কাযা করিতে হইবে না। কাযা এবং কাফ্‌ফারার মছআলাহ শরীয়তে যাহা নির্দ্ধারিত আছে তদনুসারে তাহা করিতে হইবে। যেমন কোন সাধারণ ব্যক্তি কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন সকলেই এই কথা বলিবে যে, এই ব্যক্তির ন্যায় হাজার জনকে ফাঁসি দিলেও মৃত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না। কিন্তু ইহার অর্থ কখনও এইরূপ হইবে না যে, আদালত কর্তৃক নির্দ্ধারিত শাস্তি হইতে আসামি অব্যাহতি পাইয়া যাইবে।

১০০০। হাদীছঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অনুতাপের সহিত আরজ করিল "এই বদনছীব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" হযরত (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে আরজ করিল, আমি রমযানের রোযার মধ্যে স্ত্রী-সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি একজন ক্রীতদাস আযাদ করার

ক্ষমতা আছে? সে আরজ করিল—না। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখিতে সক্ষম হইবে কি? সে আরজ করিল—না। তারপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ষাট জন মিছকীনকে খানা দেওয়ার সামর্থ তোমার আছে কি? সে আরজ করিল না। এই প্রশ্নোত্তরের পর কিছু সময়ের মধ্যেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক বড় পাত্র ভরা খেজুর (কাহারও পক্ষ হইতে ছদকা স্বরূপ) উপস্থিত হইল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন, এই খেজুরগুলি তুমি লইয়া যাও এবং স্বীয় গোনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ ছদকা করিয়া দাও। তখন সে আরজ করিল—ইহা কি আমার চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্তকে দান করিব? ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এই নগরীর চতুঃসীমার ভিতরে আমার পরিবারবর্গ হইতে অধিক অভাবগ্রস্ত কোনও পরিবার নাই। এতশ্রবণে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় স্বভাবগত মৃদু হাসি হইতে কিঞ্চিৎ অধিক হাসিয়া উঠিলেন। (কারণ, তিনি ঐ ব্যক্তির মতলব বুঝিতে পারিয়াছিলেন)। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—ইহা তোমার পরিবারবর্গকেই খাইতে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ—সাধারণতঃ মছআলাহ এই যে, কাফ্ফারার বস্তু নিজ পরিবারকে দিলে কাফ্ফারা আদায় হইবে না। অবশ্য স্বীয় পরিবারবর্গ যদি অনাহারী হয় তবে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে পরিবারবর্গের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবে এবং কাফ্ফারা জিম্মায় থাকিবে। সুযোগ পাইলেই ঐ কাফ্ফারা আদায় করিবে।

এই হাদীছ দ্বারা এই মছআলাহও বুঝা যায় যে, ছদকাহ এবং দান সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু দ্বারাও রোযার কাফ্ফারা আদায় করা যায়।

রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করা বা বমি আসা

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, বমি আসিলে রোযা ভঙ্গ হইবে না। কোন বস্তু ভিতর হইতে বাহির হওয়ার দরুণ রোযা ভঙ্গ হয় না, বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিলে রোযা ভঙ্গ হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও এইরূপ বলিয়াছেন।

মছআলাহ ঃ—বমি যদি ইচ্ছাকৃত না হয়—অনিচ্ছায় সৃষ্ট উদবেগের কারণে হয় তবেই উহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু বুট বা ছোলার এক দানা পরিমাণ অংশও ঐ বমির ইচ্ছাকৃত গলধঃ করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছাকৃত উপায়ে বমি করিলে সেই বমি করায়ও রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে—কাযা করিতে হইবে; কাফ্ফারা দিতে হইবে না (শামী, ২—১২৫)।

ইবনে ওমর (রাঃ) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিতেন। কিন্তু পরে তিনি রোযা অবস্থায় দিনের বেলা রক্তমোক্ষণ করা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে রাত্রে করিতেন। (কারণ, ইহার দ্বারা রোযা অবস্থায় দুর্বলতা আসার আশঙ্কা থাকে)। আবু মুছা (রাঃ) (রোযা অবস্থায় দুর্বলতা আশঙ্কায়) রক্তমোক্ষণ রাত্রে করিতেন।